বৈশ্বিক ইতিহাস:

*খ্রি:পূ: ৫০০০ অব্দের দিকে মানুষ সভ্যতার সুত্রপাত ঘটায় মিশরের নীল নদ, ভারতের সিন্ধু নদ ও ইরাকের মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে।
*তবে বিশ্বের প্রথম পরিপূর্ণ শহর ইসরাইলের জেরিকো। *মেসোপটেমিয়া বর্তমান ইরাকে অবস্থিত। * মেসোপটেমিয়া বা দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে সুমেরিয়-ব্যাবিলনিয়-এ্যাসিরিয়- ক্যালডিয় নামে ৪টি সভ্যতা ছিল।

১। সুমেরীয়: *সুমেরিয়দের বিশ্ববিখ্যাত মন্দিরকে বলা হয় "জিগুরাত" *প্রধান দেবতা ছিল 'নার্গাল' *রাজার পদবী ছিল লুগাস *মহাকাব্য "এপিক অব গিলগামেস" *সুমেরীয় সভ্যতার বিখ্যাত সম্রাট ডুঙ্গি কোড অব ডুঙ্গি নামক আইন তৈরির জন্য বিখ্যাত *২৩০০ খ্রি: পূ: সেমিয়রা এই সভ্যতা ধংস্ব করেন।

২। ব্যবিলনীয়: *২০৫০ খ্রি: পূ: ব্যাবিলনিয় সভ্যতার স্থপতি ছিল সম্রাট হাম্বুরাবি *তিনি বিশ্ববিখ্যাত আইন সংকলন "কোড অব হাম্বুরাবি" তৈরি করেছিলেন * তাদের লিখন পদ্ধতির নাম ছিল 'কিউনিফর্ম' *প্রধান দেবতার নাম ছিল 'মারডুক' *সর্বপ্রথম ক্যালেন্ডারের প্রচলন ও পাটিগণিতের গুণ পদ্ধতির আবিষ্কারক মেসোপটেমিয়রা *সপ্তাশ্চর্যের একটি ব্যাবিলনীয় শূন্য উদ্যান নির্মাণ করে সম্রাট নেবুচাদনেজার।

৩। অ্যাসেরিয়: *প্রথম অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ সর্ম্পকে ধারণা প্রদান *বৃত্তকে প্রথম ৩৬০ ডিগ্রিতে বিভক্ত করেন অ্যাশেরিয়রা *অ্যাশেরিয়দের রাজধানী ছিল 'নিপ্পুর' *প্রধান দেবতা ছিল সুর্য দেবতা 'সামস্' *এরা বিশ্বের প্রধান যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্য ছিল *৫০০টির বেশি ঔষুধের তালিকা তৈরি করেছিলেন *এদের রাজধানী ছিল নিপ্পুর।

৪। ক্যালডিয়: *ক্যালডিয়দের প্রধান দেবতার নাম ছিল 'জুপিটার' *প্রথম সপ্তাহকে সাত দিনে বিভক্ত করে ক্যালডিয়রা* ব্যাবিলনের শুন্য উদ্যান নির্মানকারী নেবুচাদনেজার এই সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন *৫৮৬ খ্রি: পূ: জেরুজালেম ধ্বংস করে ৫৩৮ খ্রি: পূ: পর্যন্ত নেজার ইহুদীদের বন্দিকরে রাখেন *ব্যাবিলনকে ঘিরে ৫৬ মাইল চাররথ বিশিষ্ট দেওয়াল তৈরি করেন নেজার *ক্যালডিয়রা সপ্তাহকে ৭দিন, দিনরাত্রীকে ২৪ ঘন্টা, ১২টি নক্ষত্রপুঞ্জ ও ১২টি রাশিচক্রের সৃষ্টি করেন।

ফিনিসিয়-হিট্টিট সভ্যতা: *বিশ্বে প্রথম লৌহের ব্যবহার প্রচলন করে হিট্টাইটরা *বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিসিয়ানদের সবচেয়ে বড় পরিচয় তারা জাহাজ নির্মাতা ও বাণিজ্য পরিচালনাকারী নাবিক। *সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিসিয়ানরা সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন বর্ণমালা আবিষ্কার করে *ফিনিসিয়ানদের উদ্ভাবিত বর্ণমালার সাথে স্বরবর্ণ যোগ করে গ্রিকরা বর্ণমালাকে পরিপূর্ণ করেন *ইউরোপিয়রা কাগজ, কলম, কালির ব্যবহার শেখে ফিনিসিয়ানদের নিকট থেকে। *ফিনিসিয়ানরা প্রাচীনকালে বসতি স্থাপন করেছিলেন লেবানন, ইসরাইল এবং সিনাই অঞ্চলে। *ফিনিসিয়ানরা তারকার মাধ্যমে দিক নির্ণয় পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

গ্রিক সভ্যতা: *বিশ্বের প্রথম গণতন্ত্রের ধারণা পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রিসে *প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে *ইতিহাসের জনক বলা হয় প্রাচীন গ্রিসের হেরোডেটাসকে *বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাসের জনক বলা হয় প্রাচীন গ্রিসের থুকিইডিসকে *উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জনক প্রাচীন গ্রিসের থিউফস্টারস *প্রাণীবিজ্ঞান-রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জনক এ্যারিস্টেটল *দর্শনের জনক এ্যারিস্টেটলের গুরু প্লেটো *আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক ছিল বিখ্যাত পন্ডিত এ্যরিস্টেটল *বিশ্ববিজয়ী বীর আলেকজান্ডারের বাবা ছিল মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ। *পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র অংকন করেন গ্রিক জ্যোর্তিবিদেরা *গ্রিকদের প্রধান দেবতা ছিল জিউস *তাদের সমুদ্র দেবতা পসিডন ও নরকের দেবতা হেডিস *গ্রিকদের নগরের দেবী এথিনা এবং প্রেমের দেবী আফ্রোডায়িটি * গ্রিকদের টিপিক্যাল দেবতার নাম এ্যাপলো *তিনি বিখ্যাত ট্রয়ের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বলে কথিত *গ্রিকদের বিখ্যাত কবি হোমারকে বলা হতো 'ব্লাইন্ডবার্ড' *গ্রিকরা অলিম্পাস পর্বতকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে; এটি তাদের নিকট ছিল পবিত্র পর্বত *হেলেনিস্টিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে *হেলিনিস্টিক সভ্যতা গড়ে তুলতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছিলেন আলেকজান্ডার দি গ্রেট *অলিম্পিক খেলা শুরু হয় ৭৭৬ খ্রি: পূ: *অলিম্পিক বিজয়ীদের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হতো জলপাই পাতার মুকুট *গ্রিকদের বিখ্যাত মহাকাব্য হোমার রচিত ইলিয়াড এবং ওডিসি।
রোমান সভ্যতা: * আনুমানিক খ্রি: পূ: ৭৫৩-৫৬ অব্দে রোমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেন প্রাচীন ল্যাটিন রাজা রেমাস ও রোমিওলাস *ইসা আ. জন্ম গ্রহণ করেন সম্রাট অগাস্টাস সিজারের সময় *খ্রিস্টান ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্মে পরিণত করেন সম্রাট কনটাস্টাইন *রোমানদের প্রধান দেবতা ছিল জুপিটার *রোম নগরীরর নামকরণ করা হয় ল্যাটিন রাজ রোমিউলাসের নামানুসারে *রোমে দাস প্রথার বিলুপ্তি ঘটে রাজা অগাস্টাসের সময়। *বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম একটি প্রাচীন রোমের স্টেডিয়াম কলোসিয়াম *বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতা রোমান সভ্যতা (প্রায় ৬০০ বছর) *বিখ্যাত মহাকাব্য ইনিড এর রচয়িতা ভার্জিল *ইউরোপে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরকে কেন্দ্র করে রেনেসাঁ শুরু হয় চর্তুদশ শতাব্দীতে *সনেটের জনক ইতালিক পেত্রাক ও বোক্কাসিও *১৭৪০-১৮৫০ ইউরোপে হয় বিখ্যাত শিল্প বিপ্লব।

সিন্ধু সভ্যতা: *২৭৫০ খ্রি: পূ: সিন্ধু নদীর তীরে মহেঞ্জাদারো-হরপ্পা-তক্ষশীলাসহ প্রায় একশত শহর ও গ্রাম নিয়ে সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টি হয়। *১৯২২ সালে জন মার্শাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যয়, দয়ারাম সাহানী মিলে এই সভ্যতার খনন করেন। *প্রায় ১৫০০ খ্রি: পূ: এই সভ্যতা ধ্বংস হয়।

মিশরীয় সভ্যতা: *ঐতিহাসিক হেরোডেটাস মিশরকে বলেছিলেন "মিশর নীল নদের দান" *প্রাচীনকালে আফ্রিকাকে বলা হতো "অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ" *বেকার, স্ট্রানলি, লিভিংস্টোন ইত্যাদি পর্যটকেরা আফ্রিকাকে মানুষের কাছে পরিচিত করে *মিশরের নীল নদ ও কৃষির দেবতা ছিলেন ওসিরিস *মিশরের সুর্য বা শক্তির দেবতা ছিলেন আমন রে, বা রে *প্রাচীন মিশরের লিপির নাম ছিল "হায়ারোগ্লিফিক্স" অর্থ পবিত্র লিপি; এটি একটি চিত্র ভিত্তিক লিখন পদ্ধতি *জ্যাঁ ফ্রাঁসোয়া চ্যামপোলিয়ন নামক একজন ফরাসি পন্ডিত হায়ারোগ্লিফিক্স এর পাঠোদ্ধার করেন *প্রাচীন মিশরীয়রা লিখার জন্য প্যাপিরাস রোল ব্যবহার করত *প্রাচীন মিশরীয় সম্রাটদের বলা হত "ফারাও" *প্রাচীন মিশরীয়রা পিরামিড নামক একটি বিশাল ত্রিভূজাকৃতির মন্দির ব্যবহার করত; সেখানে তারা মৃত্যর পর লাশকে সংরক্ষন করে রাখত *মিশরীয়দের স্থাপত্য বিদ্যার অন্যতম নির্দশন স্ফিংকস; এটি সিংহ আকৃতির একটি বিশাল মূর্তি *মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে, স্ফিংকস তাদের পিরামিডগুলোকে পাহারা দেবে *বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম মহিলা শাসক প্রাচীন মিশরের হ্যাটাসিপটু *বিখ্যাত "সার্পেন্ট অব নাইল" বলা হতো মিশরের রানী ক্লিউপেট্রাকে *মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি ছিল ফারাও খুফুর পিরামিড *খুফুর পিরামিডের উচ্চতা ছিল সাড়ে চারশ ফুট *বিশ্বের প্রথম পালতোলা জাহাজ আবিষ্কার করেন মিশরীয়রা *আলেকজান্ডার কর্তৃক মিশরের প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম আলেকজান্দ্রিয়া *বিখ্যাত সপ্তাশ্চর্য্যর একটি "আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর" মিশরে অবস্থিত *"বাজারের শহর" বলা হয় মিশরের রাজধানী কায়রোকে *বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম পরকাল সর্ম্পকে ধারণা প্রদান করে প্রাচীন মিশরীয়রা *ইতিহাস বিখ্যাত "ফেরাউন" বলা হত ফারাও রামসেস -২ কে *ফারাওদের অত্যাচারের হাত থেকে বনী ইসরাইলীদের উদ্ধার করেন মুসা আ. *প্রাচীন মিশরীয় সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক।
*এছাড়াও পারস্য সভ্যতা ছিল বর্তমান ইরানে যাদের বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন দারিয়ুস দ্য গ্রেট, জেরাক্সেস, আর্টাজেরাক্সেস *এরা অগ্নিপুজক জরাথ্রুস্টবাদে বিশ্বাসী ছিলেন *হিব্রু সভ্যতা ছিল ইসরাইলে যাদের ইহুদী বলা হয় *মিনোয়ান সভ্যতা ছিল ভু-মধ্যসাগরের মিন দ্বীপে যার রাজধানী ছিল ক্লসসে *ইনকা সভ্যতা ছিল পেরুতে *মায়া সভ্যতা ছিল মেক্সিকো-গুয়েতেমালা অঞ্চলে *ইজিয়ান সভ্যতা ছিল ভু-মধ্যসাগরের ক্রিট দ্বীপে *নারা সভ্যতা ছিল খ্রি: পূ: ৬০০ অব্দে জাপানে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাল: ১২১৫ তে স্বাক্ষরিত হয় বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল হিসেবে খ্যাত ম্যাগনাকার্টা *১৬৮৮ সালে গৌরবময় ব্রিটিশ বিপ্লব হয় *১৬৮৯ সালে জনগণের/ নাগরিক অধিকারের দলিল হিসেবে বিল অব রাইট ব্রিটিশ সংবিধানে সংযুক্ত করা হয় *১৭৭৬ সালের ৪ই জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা ঘোষণা করে *১৭৮৯ সালের ১৪ ই জুলাই সাম্য-ভাতৃত্ব-স্বাধীনতার শ্লোগান নিয়ে ফরাসি বিপ্লব হয় ফ্রান্সে *১৯১৭ সালে রাশিয়াতে হয় সমাজতান্ত্রকি বিপ্লব /বলশেভিক বিপ্লব / রুশ বিপ্লব /কম্যুনিস্ট বিপ্লব /অক্টোবর বিপ্লব/ মার্কসবাদী বিপ্লব *১৯৪৯ সালে চীনে হয় মাওবাদী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব *১৯৫৯-৬০ কিউবাতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ১৯৬৬ চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব, ১৯৭৯তে ইরানে ইসলামী বিপ্লব, ১৯৮৭ তে ফিলিস্তিনে ইন্তিফাদা বিপ্লব, ১৯৮৯ সালে চেকোশ্লাভিয়াতে ভেলভেট রিভ্যুলুশন, ২০০৩ এ জর্জিয়াতে রোজ বিপ্লব, ২০০৫ সালে কিরগিজস্তানে টিউলিপ বিপ্লব, ২০০৫ সালে ইউক্রেনে অরেঞ্জ বিপ্লব, ২০১০ সালে তিউনিসিয়াতে জেসমিন বিপ্লব/আরব বসন্ত, ২০১০ মিশরে নীল বিপ্লব, ২০১৪ সালে হংকং এ ছাতা বিপ্লব হয়।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ ইস্যু ও কূটনীতি:

১. ১৮৯৬ সালে গ্রিন হাউস শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন সুইডিস বিজ্ঞানী সোভনর্টে আরহেনিয়াস এবং ইকোলজি শব্দটি ব্যবহার করেন আর্নেস্ট হেইকেল। বিশ্বের সবচেয়ে বিপদজনক পেশা সমুদ্রে মাছ শিকার।
২. সর্বপ্রথম মেরু প্রদেশে ওজনস্তরের ফাটল লক্ষ্য করেন জোনাথন শাকলিন এবং সর্বপ্রথম সবুজ বিপ্লবের সৃষ্টি করেন নরম্যান বেলেরগ।
৩. গ্রিন কেমিস্ট্রি পরিবেশ সহায়ক রাসায়নিক পদার্থ যাতে পরিবেশের ক্ষতি হয় কম এবং গ্রিনবেল্ট মুভমেন্ট হচ্ছে কেনিয়ার নোবেল বিজয়ী ওয়াংগেরি মাথেই এর বনায়ন কর্মসূচী। গ্লোবাল জিরো হচ্ছে ২৫ বছরের মধ্যে বিশ্বকে পরমাণূ অস্ত্রমুক্তকরণ কর্মসূচী।
৪. গ্রিনফান্ড হচ্ছে পরিবেশ দূর্যোগ মোকাবেলাতে গঠিত তহবিল এবং প্রোজেক্ট ২০+২০ গৃহিত হয় কপ-২০তে।
৫. গ্রিনহাউস গ্যাস হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড-৪৯%, মিথেন-১৮%, সিএফসি-১৪%, নাইট্রাস অক্সাইড-৬% ও অন্যান্য ১৩%।
৬. গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে কার্বন মনো অক্সাইড সবচেয়ে ক্ষতিকর। গাড়ির কালো ধোঁয়া থেকে এটি নির্গত হয়।
৭. টু-স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিন ৪-স্ট্রোক বিশিষ্ট ইঞ্জিনের চেয়ে বেশি বায়ু দূষণ ঘটায় বলে ১লা জানুয়ারি ২০১৩ ঢাকা শহরে ২-স্ট্রোক ইঞ্জিন নিষিদ্ধ করা হয়।
৮. বাংলাদেশে ৩টি পরিবেশ আদালত আছে: ১. ঢাকা ২.চট্টগ্রাম ৩.সিলেট। ২০০২ সালে সারা দেশ থেকে পলিথিন সপিংব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়। জাতিসংঘের তথ্যমতে সমুদ্রের পানির উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে বাংলাদেশের মোট ১৭% ভুমি সমুদ্রগর্ভে বিলিন হবে।
৯. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগের মধ্যে ১৯৭০ ও ১৯৯১ এর প্রলংঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস; ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৪ সালের বন্যা এবং ২০০৭ সালে সিডর, ২০০৯ সালে আইলা এবং ২০১৩তে মহাসেন নামক ঘূর্ণিঝড়ে মারাত্মক ক্ষতি হয়।

১০. বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর এবং ২৯ শে এপ্রিল ১৯৯১ এর প্রলংঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এবং ১৫ই নভেম্বর ২০০৭ সিডর এ লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১১. সুনামি জাপানি শব্দ । ৭.৫ রিখটার স্কেল ভুমিকম্পের সাথে সুনামি হয়। ১৭৭৬ সালের ২ এপ্রিল বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সুনামি হয়। ২০০৪ সালের সুনামিতে বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ২০১১ তে জাপানের ফুকুসিমাতে সুনামির সাথে পারমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র ধ্বংস হয়।

১২. প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়ে ভু-উপগ্রহের মাধ্যমে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র স্পারসো প্রাকৃতিক দূর্যোগের সিগন্যাল দেয়।

১৩. বাংলাদেশকে ৩টি ভুমিকম্পনীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এর মধ্যে ১ রিখটার স্কেলের ৭ মাত্রার সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল।

১৪. সিডর অর্থ চোখ, আইলা অর্থ ডলফিন, নার্গিস অর্থ ফুল এগুলো ভারত মহাসাগরের ঝড়। রিটা, ক্যাটেরিনা, হ্যারি প্রভৃতি আমেরিকা অঞ্চলের ঝড়। ১৯৭২ সালে প্রথম পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘে।

১৫. **হোয়াংহো কে চীনের দু:খ বলা হয়?** :১৮৮৭ চীনের হোয়াংহো নদীর বন্যা ৯,০০,০০০ লোক মারা যান, ১৯১১ ইয়াংসি ও হোয়াংহো নদীর বন্যা (চীন) ১,০০,০০০ লোক মারা যান ও ১৯৩৯ উত্তর চীনের বন্যা ২,০০,০০০ লোক মারা যান।

১৬. ১৯৯২ সালে প্রথম পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয়। বাংলাদেশে তিনটি পরিবেশ আদালত আছে ১.সিলেট ২. ঢাকা ৩. চট্টগ্রাম।

১৭. ১৯৭২ সালের ৫-১৬ই জুন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের উদ্যোগে UN Conference on Human Environment অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে **United Nations Environment Program (UNEP)** গঠন করা হয় এবং ৫ই জুন আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস হিসেবে বিশ্বের জন্য গৃহিত হয়। এখান থেকেই ১৯৮৮ তে গঠন করা হয় **Inter governmental Panel on Climate Change (IPCC).**

১৮. **1st Earth Summit 92**: জাতিসংঘের উদ্যোগে ৩-১৪ই জুলাই ব্রাজিলের প্রধান শহর রিও ডি জেনিরিতে প্রথম ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জলবায়ু ও পরিবেশ রক্ষাই এটিই প্রথম কোন বিশ্বব্যাপী সম্মেলন। এই সম্মেলনে ৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী **Agenda-27** নামক কার্যক্রম গৃহিত হয়।

১৯. **Earth Summit+5 97 New York:** ২৩-২৭ জুন জাতিসংঘের উদ্যোগে নিউইর্য়কে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ধরিত্রী সম্মেলনের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ৬১ টি দেশের সরকার প্রধান মিলে **The Program for the Further Implementation of Agenda-21** গৃহিত হয়।

২০. **2nd Earth Summit Johannesburg- 02:** সালের ২৬শে আগস্ট থেকে ৪ই সেপ্টেম্বর ২য় ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়। এই সম্মেলনটিতে বিখ্যাত **Agenda-5** গ্রহণ করা হয়:

২১. **3rd Earth Summit 02:** রিও ডি জেনিরিতে ২০১২ অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ব্রাজিলের মহিলা প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ "দি ফিউচার ওয়ার্ল্ড উই ওয়ান্ট টু সি" নামক বক্তব্য পাঠ করে। জাতিসংঘের মাধ্যমে এই সবুজ অর্থনীতি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

২২. **Montréal Protocle 1987:** কানাডার প্রধান শহর মন্ট্রিলে ওজোনস্তর বিনষ্টকারী দূষিত রাসায়নিক পর্দাথের নি:সরণ কমানো জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২৩. **Kyoto Protocol 1997:** ১-১০ ডিসেম্বর জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়েটোতে উন্নতদেশগুলোর কার্বন নি:সরনের হার কমিয়ে আনার জন্য ২০১২ পর্যন্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৪-৫% করে কার্বন নি:সরণ কমাতে বলা হয়। কিন্তু ২০১২তে এসে দেখা যায় যে এর হার তো কমেইনি বরঞ্চ বহুগুন বেড়ে যাওয়াতে ২০১৩'র ১লা জানুয়ারি থেকে নতুন মেয়াদে কার্বন নি:সরণ কমানোর জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করতে বলা হয় ২১।

২৪. **Bio-Diversity Convention 92:** এই কনভেনশনে ৩টি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়: ক. জীববৈচিত্র সংরক্ষণ খ.জীববৈচিত্রের সকল কিছুর টেকসই ব্যবহার গ.জেনেটিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাপ্য লাভের সুষ্ঠু ও সম বিভাজন নিশ্চিত করা।

২৫. **Millennium Development Summit Newyork 2000**: এই সম্মেলনে জাতিসংঘের নিউইর্য়কে ভবিষ্যৎ বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন মডেল হিসেবে ৮ই সেপ্টেম্বর Millennium Development Goal এর মাধ্যমে উন্নয়নের ৮টি লক্ষ্যমাত্রা নিধারণ করা হয়। এর মেয়াদ ছিল ২০১২র ৩১ শে ডিসেম্বর। কিন্তু লক্ষ্য কিছুটা অপূর্ণ থাকায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত এ সময়সীমা বর্ধিত করা হয়।

২৬. **World Summit on Sustainable Development Rio+10:** এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা, ৪৭টি সুচক ও ১৭০টি সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এই সম্মেলন শুরু হয়।

২৭. Bali Summit 07: IPCC উদ্যোগে ২০০৭ এ বন নিধন রোধের জন্য এই সম্মেলন ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়।

২৮. **কপ-২০ পেরু ১৪:** এই সম্মেলন প্রগ্রাম ২০× ২০ গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ২০ কোটি হেক্টর দক্ষিণ আমেরিকান এলাকাতে বনায়নের প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়। ২০১৫ সালে ইউরোপের দেশ ফ্রান্সের প্যারিসে কপ-২১ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

২৯. ২০০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রলংকরী ভুমিকম্প আঘাত হানে হাইতিতে। থাইল্যান্ডে প্রথম জাতীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ কেন্দ্র চালু হয়।

বাংলাদেশ কেন বিশ্বের ১ নং প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঝুঁকিতে: ১৯৬০ (৩১ অক্টোবর) বাংলাদেশে বন্যাতে ৪,০০০ জন, ১৯৬৩ (২০ মে) বাংলাদেশ ঝড়ে ২২,০০০ জন, ১৯৬৫ (১১ মে) বাংলাদেশ ঝড়ে ১৭,০০০ জন, ১৯৬৫ (১ জুন) বাংলাদেশ ঝড় ৩০,০০০ জন, ১৯৬৫ (১৫ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ ঝড়ে ১০,০০০ জন, ১৯৭০ (১২ নভেম্বর) বাংলাদেশ সাইক্লোনে ৩,০০,০০০ জন, ১৯৭৪ বাংলাদেশ, বন্যাতে ২,৫০০ জন, ১৯৮৫ (২৪ মে) বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ১১,০০০ জন, ১৯৮৮ বাংলাদেশ (বন্যা) ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৩ কোটি। ১৯৮৮ (২৯ নভেম্বর) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সামুদ্রিক ঘূর্ণীঝড়ে ৫,৭০০ জন, ১৯৯১ (২৯ এপ্রিল)বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল সাইক্লোনে ৫,৫০০ জন, ২০০৭ (১৫ নভেম্বর) বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সিডরে ১৪,০০০ জন, ২৫শে মে ২০০৯ সালে আইলাতে, ১৩ই মে ২০১৩ সালে মহাসেন বাংলাদেশে আঘাত হানে।

সাম্প্রতিক পরিবেশ: ভুগোল: দূর্যোগ: *৯ই জানুয়ারি ভারতের বির্তকিত কুটনৈতিক খোবরাগারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ গঠন করে *১৫ই জানুয়ারি কেনিয়ার নাইরোবির শপিং মলে ব্যাপক হামলার বিচার শুরু *ফেব্রুয়ারি-৪ লিবিয়া তার সমস্ত রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংস শুরু করে *ফেব্রুয়ারি ১২ আলজেরিয়ার যাত্রীবাহি বিমান ধ্বংস হয়ে শতাধীক লোক নিহত *মার্চ-৪ ২৩৯ জন যাত্রী নিয়ে মালেশিয়ার MH 370 বিমানটি বেইজিং এর পথে নিহত হয় *এপ্রিল ১৫ ইরাকের কুখ্যাত আবু গারিব কারাগার বন্ধ *এপ্রিল ১৬, ৪৫৯ জন যাত্রী নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার ফেরি ডুবিতে সেই দেশের সরকারের পদত্যাগ *৪ মে নাইজেরিয়ার বোকো হারাম জঙ্গীগোষ্ঠির হামলাতে ৩০০ জন নিহত *তুরস্কের মানিসা প্রদেশে কয়লা খনির দূর্ঘটনাতে শতাধীক নিহত *১৫ই মে মুন্সিগঞ্জের মেঘনাতে যাত্রীবাহি লঞ্চ ডুবে প্রায় ৩০০ জন যাত্রীর মৃত্য *সুদানের দীর্ঘ ৬ মাস গৃহযুদ্ধ বন্ধ করেন প্রেসিডেন্ট সিলভা কির এবং বিদ্রোহী নেতা রিয়েক মাচার *৪ই জুলাই দ্বিতীয়বারের মত সোমালিয়ার প্রেসিডেন্টের বাসভবনে হামলা চালায় জঙ্গীগোষ্ঠি আল সাবাব *৪ই জুলাই জাপানের ওকিনাওয়াতে আঘাত হানে শক্তিশালি ঘুর্ণিঝড় নিউগুরি *৪ই জুলাই নিরীহ ফিলিস্তিনীদের ওপর Operation Protective Edge নামক সামরিক অগ্রাসন চালিয়ে ২১০৬জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে ইসরাইলিরা *১৭ই জুলাই নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম থেকে মালেশিয়া যাওয়ার পথে বোয়িং 777 MAH-17 বিমানটি ২৯৮ জন যাত্রী নিয়ে ইউক্রেনের দোনেৎস্কোতে বিধ্বস্ত হয় *আগস্ট -৩ চীনের উনপিং শহরে ৬.১ মাত্রার ভুমিকম্পে হাজার হাজার হতাহত হয় *আগস্ট-৪ দুই শতাধীক যাত্রী নিয়ে বাংলাদেশের মাওয়াতে MV-পিনাক নামক লঞ্চডুবি *৬-৭ আগস্ট গিনি, লাইবেরিয়া, সিয়েরালিওন, নাইজেরিয়াতে ১৯৭৬ সালের সেই কঙ্গোর উপনদী ইবোলার ভয়ানক ইবোলা ভাইরাসের আঘাতে এ পর্যন্ত ৭০০০ উর্ধ্বে মানুষ নিহত *অক্টোবর ১২ ভারতের অন্ধ্র উপকুলে ঘুণিঝড় হুদহুদের তান্ডব।*২৬শে অক্টোবর ২০১৪ শেষ ঘাঁটি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান শেষ করে যুক্তরাষ্ট্র।

আন্তর্জাতিক সংস্থা-সংগঠন:

সংস্থার সদর দপ্তর	সংস্থার নাম	প্রতিষ্ঠা কাল	বর্তমান সদস্য	পরিচালক	সর্বশেষ সদস্য
Zeneva					
W-4	WHO	7th Ap 1948	194	মার্গারেট চ্যান	
	WTO	1st Janu 1995	160	রর্বাট আজেভিদো	
	WMO	23rd Mr 1950	189	আলেজান্ডার বেরিফিক	
	WIPO	1970	187	ফ্রান্সিস গুডি	
I-6	ILO	1919	185	গাই রাইডার	দক্ষিণ সুদান ২০১২
	ITU	1947	193	ঘামাদান আহিতসারি	
	ITC				
	ICRC	1863	188	হেনরি ডুনান্ট (প্রতিষ্ঠাতা)	সাইপ্রাস ১৮৬তম
	ICRC	1863	188	হেনরি ডুনান্ট (প্রতিষ্ঠাতা)	
	ICRC	1863	188	হেনরি ডুনান্ট (প্রতিষ্ঠাতা)	
U-5	UPU	1948	192	রহমান হোসেন	
	UNHRC	1950	120	এন্থনি গুর্টাস	
	UNCTAD	1964	194	মুখহিসা কিটুই	
	UNIRD				
	Boy's Scoute	1907		ব্যাডন পাওয়েল	
Newyork Development	UNO	24th Oc 1945	193	বান কি মুন	দক্ষিণ সুদান (২০১১)
	UNICEF	1972	194	এ্যান্থনি লেক	
	UNDP	1965	177	হেলেন ক্লার্ক	
	UNIFEM			আইনেস আল বারাদি	
	UNFPA	1969	155	বাবাতুন্দে মোহিন	

	Orobis	1982	127	ক্যাথি স্পান	
London Old	Com. Wealth	1949	53	কমলেস শর্মা	রুয়ান্ড:২০০৯
	Oxfarm	1942	100+		
	IMO	1948	170	কে.জি. সিকিমিজু	
	GMT				
	Amnest Int.	1961	150	পিটার বেনেনসন:জনক	
Hague Court	ICC		188	সলিল সেঠি	
	ICJ				
	ICA				
Washington Money	IMF	22th Jul 1944	188	জিম ইয়ং কিম	
	WB	27th Dec1944	188	জিম ইয়ং কিম	
	IFC	20th Jul1956	184	জিম ইয়ং কিম	
	IDA	24th Sep1960	173	জিম ইয়ং কিম	
	IBRD	27th Des1945	188	জিম ইয়ং কিম	
	MIGA	12th Ap1988	180	জিম ইয়ং কিম	
	ICSFID	14th Occ1966	150	জিম ইয়ং কিম	
	OAS				
Brussels All Europe	EU	1993	28	জোসে ম্যানুয়েল বারোস	ক্রোয়েশিয়া
	NATO	1949	28	জন স্টলেনবার্গ	
	BENELUX	1958	3		
Rome Food	FAO	1945	192	জোসে গ্রজিয়ানো সিলভা	
	IFAD	168		এন ওয়ানিজি	
	WFP		168		
Mr. No	NAM	1961	120	হাসান রুহানী	আজারবাইজান-ফিজি: ০৯
	G-8	1975	8		
	G-7		7		
	G-20				
	G-77	1964	132		
	D-8	1997	8	অ্যাগোস প্রাতিকো	
Veana Energy	IAEA	1957	159	দিমিত্রি পিরিকভ	
	OPEC	1960	12	মাসুদ মীর কাজেমী	ইকুয়েডর ১২তম
	CTBTO	1996			
	UNIDO	1966	174		
Dhaka	SAIC		8		
	IJSG	1984	30		
	SMIC		8		
	CIRDAP	1979	14		
	IMLRI	2001			
	ICDDRB				
	BIMSTEC	1997	7		
Theran	ACU	Decmber 1974	9		
	ECO	1985	10	কামিল এলেসকেরভ	
Zedda	OIC	1969	57	আইয়াদ আল আমিন	৫৭ আইভরিকোস্ট

	IDB	1976	54		
Manila	IRRI	160		রবার্ট এস জিগলার	
	ADB	1966	67		জর্জিয়া 67তম
Cairro	AL	1945	22	নাবিল আল আরাবি	
Chicago	Lion's Club	1917		মেলভিন জোন্স	
	Rottary Int.	1905	189	পল পার্সি হ্যারিস	
Paris	UNESCO	1945	195		১৯৫ তম ফিলিস্তিন
Leo	Interpool	1923	190		দক্ষিণ সুদান ২০১১
Jakarta	ASEAN	1967	10	লি লং মিন	কম্বোডিয়া
Addis Ababa	AU	1963	54	হেলমারিয়াম ডেমারেল	দ. সুদান (৫৪)
Singapor	APEC	1989	21		রাশিয়া ভিয়েতনাম পেরু
Madrid	WTO				
Dubie	ICC		122	লোটাস কামাল	
Urike	FIFA		209	যোসেফ ব্লাটার	
Barline	TI		1993	প্রতিষ্ঠাতা: পিটার ইজেন	
Mosko	WARSAW				
	COMICON				
	COMINOR				
	CIS				
Vangcuvar	Green Peace		1971		
Khatmando	SAARC	8	1985	হোসেন মুহাম্মদ এরশান	স্বপ্নদ্রষ্টা: জিয়াউর রহমান

সাম্প্রতিক সংস্থা-সম্মেলন (২০১৩-১৪) : *মার্চ-৪ তৃতীয় মিসটেক সম্মেলন শুরু হয় মিয়ানমারের রাজধানী নাইপিদোতে *মার্চ ১৪ জি-৮ থেকে রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হয় *এপ্রিল-১ ন্যাটোর সাথে রাশিয়ার সকল সহযোগিতা বন্ধ *এপ্রিল ২৩, বাংলাদেশ ২০১৪-১৭ ইউনিসেফের নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত *দু-দিন ব্যাপি ব্রাজিলের সাও পাওলোতে আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট সম্মেলন শুরু *মে ১১ চীনের সাংহাইতে এর ৪র্থ CICA শীর্ষ সম্মেলন ও বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ *জুন-৫, দুইদিনব্যাপি জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে শুরু *জুন-১৫, ২৪২ দফা ঘোষণার মধ্য দিয়ে জি-৭৭ সম্মেলন শেষ *বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১৬০তম সদস্য হিসেবে ইয়েমেনের যোগদান *জুন-১৬ FAOর এর ৪ দিনব্যাপি শীর্ষ সম্মেলন শুরু ইতালির রাজধানী রোমে *জুলাই ১৫ ব্রাজিলের ফোর্তাজেলায় ৬ষ্ঠ ব্রিকস সম্মেলন শুরু *আগষ্ট ১৬ উন্নয়নশীল দেশগুলো ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে Sustainable Development Summit ঢাকায় শুরু *সর্বশেষ ভিয়েতনামের অনুমোদনের মাধ্যমে ৩৫তম দেশ হিসেবে ভিয়েতনামের সর্মথনের মাধ্যমে জাতিসংঘ নদীধারা সনদ কার্যকর *সেপ্টেম্বর ৪, ইংল্যান্ডের ওয়েলসে ২৬তম NATO শীর্ষ সম্মেলন শুরু *সেপ্টেম্বর ১৩, ঢাকার গুলশানে BIMSTEC এর স্থায়ী সচিবালয়ের উদ্বোধান *অক্টোবর ১২ ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াওন্দেতে CPAর ৬০তম সম্মেলনে চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন বাংলাদেশের স্পিকার শিরীন শারমিন *অক্টোবর ১২, জেনেভায় শুরু হয় জাতিসংঘের IPU সম্মেলন; সভাপতি হন সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী *অক্টোবর ১৬, ঢাকায় শুরু হয় দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য অধিকার সম্মেলন ২০১৪ *অক্টোবর ২০, দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে শুরু হয় ITU সম্মেলন *অক্টেবর ২১ বাংলাদেশ ২০১৫-১৭ মেয়াদের জন্য এর সদস্য নির্বাচিত এবং

জাপানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরুপ ১৬-১৭ মেয়াদে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার *নভেম্বর ৪, ভিয়েনাতে UNIDO সম্মেলন শুরু *নভেম্বর ১০ বেইজিং এ ২৫তম APEC বার্ষিক সম্মেলন শুরু *নভেম্বর ১২, মিয়ানমারের রাজধানী নাইপিদোতে ASIAN শীর্ষ সম্মেলন শুরু *নভেম্বর ১৫ অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে ৯ম জি-২০ সম্মেলন শুরু *নভেম্বর ২৬-২৭ কাঠমান্ডুতে ১৮তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ৩৬ দফা কাঠমান্ডু ঘোষণা গৃহীত *ডিসেম্বর -১ , পেরুর লিমাতে ১২ দিনব্যাপী ২০তম জলবায়ু সম্মেলন বা COP-20তে প্রোজেক্ট 20×20 গৃহিত হয়।

আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্ম্পক/ আন্তর্জাতিক চুক্তি:

নাম	তারিখ	পক্ষ	উদ্দেশ্য
প্রথম ভার্সাই	৩ সেপ্ট. ১৭৮৩	ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা
দ্বিতীয় ভার্সাই	২৮শে জুন ১১	মিত্র শক্তি ও জার্মানি	জার্মানিকে ক্ষতিপুরণে বাধ্য করা
প্যারিস শান্তি	৩ সেপ্টে. ১৭৮৩	ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্র	৫টি চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে সুসংহত করা
তাসখন্দ চুক্তি	১০ই জানু.১৯৬৬	পাক-ভারত; আইয়ুব-শাস্ত্রী	কাশ্মির নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধ অবসান
ক্যাম্পডেভিড	১৭ই নভে. ১৯৭৮	মিশরের সাদাত-ইসরাইলের বেগিন	ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে সিনাই ফেরত
সিমলা চুক্তি	৩ই জুলাই ১৯৭২	ইন্দিরা-ভুট্টো হিমাচলের সিমলাতে	আঞ্চলিক সুসংহতি বজায়
স্বায়ত্ত শাসন	১৩ সে. ১৯৯৩	পিএলও আরাফাত-ইসরাইলের আইজাক রবিন	৬টি জেলা নিয়ে ফিলিস্তিনের স্বায়ত্ত শাসন
প্যারিস শান্তি চুক্তি	২৭ আগ. ১৯৭৩	ভিয়েতনাম-যুক্তরাষ্ট্র, প্যারিস	ভিয়েতনাম যুদ্ধ অবসান
গুড ফ্রাইডে চুক্তি	১০ এপ্রিল ১৯৯৮	বৃটেন-আয়ারল্যান্ডের ৭টি গেরিলা গোষ্ঠি	মার্কিন সিনেটর জর্জ মিশেল দাঙ্গা নিরসনে
ওয়াই রিভার	২৩শে অক্টো ১৯৯৮	ইসরাইল-ফিলিস্তিন	১২% ভুমির বিনিময়ে শান্তি
বাংলা-ভারত মৈত্রী চুক্তি	১৯শে মার্চ ১৯৭২	ইন্দিরা-মুজিব ১৮ই মার্চ ১৯৯৭ পর্যন্ত	২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী বজায়
রাসায়নিক অস্ত্র চুক্তি	১৩ই জানু ১৯৯৩	১৮৬টি দেশ	রাসায়নিক অস্ত্র বিস্তার রোধ
এনপিটি NPT	১লা জুলাই ১৯৬৮	জাতিসংঘ	পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ
সিটিবিটি CTBT	১০ সেপ্টে. ১৯৯৬	৪৪টি দেশ	পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ (জলে-স্থলে-আকাশে)
জেনেভা কনভেনশন	১২ আগস্ট ১৯৪৯	ইউরোপিয় শক্তিবর্গের নেতৃত্বে	৪টি রেডক্রস কনভেনশন
ম্যাসট্রিচট চুক্তি	১১ ডি. ১৯৯২	ইউরোপের ১২টি দেশ	ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা
ট্রিপস চুক্তি	১৫ই এপ্রিল ১৯৯৪	মার্কিন নেতৃত্বে অন্যান্য দেশ	মেধাস্বত্ব সংরক্ষন; বাংলাদেশ ২০১৩ থেকে ২১
ব্রিটেন উডস চুক্তি	জুলাই ১৯৪৪	জাতিসংঘ নেতৃত্বে ৪৪টি দেশ	আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা
আটলান্টিক সনদ	১৪ই আগস্ট	মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ চার্চিল	জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ
মানবাধিকার চুক্তি	১০ ডি. ১৯৪৮	জাতিসংঘ	সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা
গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি	১২ই ডি. ১৯৯৬	দেবগৌড়া এবং শেখ হাসিনা	৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বন্টন
টিকফা চুক্তি	১৭ই জুন ২০১৩	যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ	বাণিজ্য সহযোগিতা
শেনঝেন চুক্তি	১৪ই জুন ১৯৮৫	ইউরোপের ২৮টি দেশ	ভিসামুক্ত ইউরোপের যাত্রা
সিডও সনদ	১৯৭৯ সাল	জাতিসংঘ	নারীর প্রতি সকল বৈষম্য রোধ
মন্ট্রিল প্রটোকল	১৯৮৯	জাতিসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত গোষ্ঠি	সমুদ্র দূষণ রোধ
কিয়েটো প্রটোকল	১৯৯৭	আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্প্রদায়	কার্বন নি:সরণ কমানো
ম্যাগনাকার্টা	১২১৫	রাজা জন ও লর্ড-ব্যারন-আর্ল-কাউন্টরা	আইনের অধিকার প্রতিষ্ঠা
মদিনা সনদ	৬২২	মহানবী মুহাম্মদ সা. ও মদিনার ইহুদি-খ্রিস্টান	রাষ্ট্রীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা
জৈব বৈচিত্র কনভেনশন	১৪ জুন ১৯৯২	আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্প্রদায়	জৈব্য বৈচিত্র সংরক্ষণ
সল্ট-১ SALT -1	২৬মে ১৯৭২	সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	পারমাণবিক ক্ষেপেনাস্ত্র হ্রাস
সল্ট-২ SALT -2	১৮ই জুন ১৯৭৯	সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	নবায়ন
স্টাট-১ START-1	৩১শে জুলাই ১৯৯১	রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বুশ-গর্ভাচেভ)	কৌশলগত অস্ত্র ৩০% হ্রাস
স্টাট-২ START-2	৩ই জানুয়ারি ১৯৯৩	রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বুশ-ইয়েলৎসিন)	কৌশলগত অস্ত্র ৬৭% হ্রাস
স্টাট নবায়ন	২০১০	রাশিয়া-মার্কিন (পুতিন-ওবামা)	নবায়ন
প্যারিস প্যাক্ট	৩ নভে. ১৯২৮	আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়	আন্তর্জাতিক সর্ম্পকের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ
ডেটন চুক্তি	১৯৯৫	বসনিয়া-সার্বিয়া	বসনিয়ার স্বাধীনতা

সাম্প্রতিক আর্ন্তজাতিক ক্ষমতা সর্ম্পক ও চুক্তি ২০১৩-১৪) : *জানুয়ারি-১৭ গোয়েন্দা চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে আঁড়িপাতা PRISOM কর্মসূচী বাতিল করেন *এপ্রিল -১ চিলি-বাংলাদেশ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে চিলিতে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত রপ্তানী সুবিধা পায় *এপ্রিল-৬ সৌরবিদ্যুৎ অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার ও ADBর মধ্যে ১১০০০ মিলিয়ন ডলারের সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় *মে-১২ প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়াতে চীন-বাংলাদেশ ৪টি সামরিক চুক্তি করে *মে-২১ রাশিয়া-চীনের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদী ৪০০ বিলিয়ন ডলারের গ্যাস চুক্তি স্বাক্ষরিত *জুন-৫ বাংলাদেশ ও রাশিয়ার অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট এর মধ্যে রুপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্পে ১৯ কোটি ডলার মূল্যের তৃতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় *জুন-১৬ বাংলাদেশের ৫টি বড় প্রকল্পে অর্থায়ণের জন্য জাপানের JICA ও বাংলাদেশের মধ্যে ১১৮ কোটি ডলার বা ৯১৮৬ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় *আগস্ট-৬ রেলওয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে - ADB ১০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে *অক্টোবর ১৩ রাশিয়া-চীন ছোট বড় ৪০টি চুক্তি স্বাক্ষর করে *নভেম্বর পদ্মাসেতুর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া; অস্ট্রেলিয়া-চীনা মুক্তবাণিজ্য ও পাকিস্তান-রাশিয়া সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় *ডিসেম্বর মালেশিয়া-বাংলাদেশ ভিসা ও জনবল রপ্তানী বিষয়ক, শ্রীলংকার সাথে ২৫,০০০ টন চাল রপ্তানি বিষয়ক ও ঢাকায় ভুটানের দুতাবাস স্থাপন বিষয়ক বাংলাদেশ ভুটান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২০১৪ সালে বাংলাদেশ সফরকারীরা: *৯ই মার্চ ওআইসির মহাসচিব আইয়াদ আল মাদানী বাংলাদেশ সফরে আসেন *১৫ই মার্চ ১৯৮১-৯৩ = ২২ বছর মালেশিয়া শাসন করা আধুনিক মালেশিয়ার রুপকার ড. মাহাথির মুহাম্মাদ ঢাকা সফরে আসেন *৩ই জুন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মহাসচিব রর্বাতো আজেভেদো দুইদিনের সফরে ঢাকায় আসেন *১৬ জুন ১৪, ৩ দিনের সফরে ঢাকায় আসেন কম্বডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুনসেন। *২৫শে অক্টোবর আঙ্কটাডের মহাসচিব ড. মুকিশা কিতুরি এবং জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব মাইকেল ওনিল ঢাকা সফরে আসেন *০২ এ ডিসেম্বর ৩ দিনের মালেশিয়া সফরের যান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা *৬ই ডিসেম্বর ঢাকা সফরে আসেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগে *১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ খান ভারতে এবং ২৭শে ডিসেম্বর ১৪ চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়েং আই ঢাকা সফরে আসেন।

পরীক্ষায় আশার মত গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত তথ্য:

*জুলাই ১৪, ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে ইউক্রেনের দোনেস্তৎকতে মালেশিয়ার বিমান ভুপাতিত হয়ে ২৯৮ জন নিহত হয় *৬ষ্ঠ ব্রিকস সম্মেলন ১৪ অনুষ্ঠিত হবে জুলাই ব্রাজিলের ফোর্তলেজাতে *বর্তমানে বিশ্বে ২৮টি মেগাসিটির শীর্ষে টোকিও এর মধ্যে মেটাসিটি ৭টি *যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম জন কেরি, যুক্তরাজ্যের ফিলিপ হ্যামন্ড *বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর লুয়ান্ডা এবং সস্তা করাচি *সবচেয়ে বসবাসের অযোগ্য শহর দামেস্ক ও ২য় ঢাকা *সবচেয়ে বাসযোগ্য শহর মেলবোর্ন *শান্তির সুচকে ১ আইসল্যান্ড শেষ সিরিয়া *১৯৫৫ সালে চৌ এন লাই বান্দুং সম্মেলনে বিশ্বশান্তির জন্য পঞ্চশীল নীতি প্রণয়ন করেন যথা: ক. সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি সম্মান খ.অনাক্রমন গ.অনাক্রমন ঘ. অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ঙ. সমতা ও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান *বর্তমানে ১৭টি মিশনে ১২২টি দেশের ১,১৭,৯৬৭ জন শান্তিরক্ষী বাহিনী কর্মরত আছেন *যাদের মাসিক বেতন ১৪০০ ডলার *জাতিসংঘের ৬৯তম অধিবেশনের সভাপতি উগান্ডার স্যাম কাহম্বা কুটেসা *এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বিটকয়েন ফাউন্ডেশনে যোগ দেন বাংলাদেশ *মানব উন্নয়ন সুচক ১৪তে বাংলাদেশ ১৪২তম *আন্তর্জাতিক নদীধারা সনদ গৃহীত হয় ২১ শে মে ১৯৯৭ এবং কার্যকর হয় ১৭ই আগস্ট ২০১৪ *বিশ্বের প্রথম স্মার্ট ফোন বাজারে নিয়ে আসে আইবিএম; এটির নাম ছিল সিমন ১৬ই আগস্ট ১৯৯৪ *মানব উন্নয়ন রিপোর্ট-১৪ তে বিশ্ব জনসংখ্যা ৭১৬.২১ কোটি *সুচকে শীর্ষ নরওয়ে নিচে নাইজার *জনসংখ্যা চীন ১৩৮.৫৬ কোটি *জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ওমান ৭.৯% শহুরে জনসংখ্যা ১০০% হংকং, সিঙ্গাপুর, মোনাকো, নাউরু কম বুরুন্ডি ১১.৫% *স্বাক্ষরতার হার ১০০%:এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, কিউবা, আজারবাইজান,কানাডা, অস্ট্রিয়া, লুক্সেমবার্গ ফিনল্যান্ড * স্বাক্ষরতার হার কম নাইজার, বেনিন, বুরকিন ফাসে ২৮.৭% *গড় আয়ু জাপান ৮৩.৬% সিয়েরা লিওন ৪৫.৬% *মাথাপিছু আয় কাতার ১,১৯,০২৯ ও কঙ্গো ৪৪৪ ডলার *২০১৪ সালে *১৬৩তম দেশ হিসেবে সিটিবিটিতে অনুমোদন করে কঙ্গো প্রজাতন্ত্র *৪-৫ সেপ্টেম্বর ১৪ ন্যাটোর ২৬তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ওয়েলসে।*২০১৬ তে ২৭তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে পোল্যান্ডের ওয়ারশতে *২০১৪তে দশম আসেম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ইতালির মিলানে *১০-১১ নভেম্বর চীনের বেইজিং এ ২৬তম অ্যাপেক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে *ই গর্ভমেন্ট সুচকে বিশ্বে শীর্ষ দ.কোরিয়া এবং নিম্নে সোমালিয়া এবং বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৮তম *নারী শিক্ষায় অবদান রাখার জন্য শেষ হাসিনা ইউনেস্কো থেকে শান্তিবৃক্ষ পুরস্কার লাভ করেন এবং অটিজম মোকাবেলাতে অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ ২০১৪ লাভ করেন শেখ হাসিনা ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল *শিশুমৃত্যের হারের দিক থেকে সিয়েরা লিওন ১ম ১৬৭ ও কম লুক্সেমবার্গ ২ প্রতি হাজারে *বর্তমানে ৫২টি দেশে বাংলাদেশের ৬৮টি দূতাবাস আছে *১৪ই মার্চ ২০১২ কেপভার্দের নাগরিক লুই জোসে জিসাসের নেতৃত্বে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ইটলস এবং পিসিএ বা আর্ন্তজাতিক সালিশি আদালতে ১৩তম অধিবেশনে জার্মানির রুডিজার উলফ্রামের নেতৃত্বে বাংলাদেশের পক্ষে ঘানার জর্জ থমাস মিনশানার ওকালতিতে ০৭/০৭/১৪ সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত রায় প্রদান করেন *ফলে বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ১৯,৪৬৭ বর্গ কি.মি. লাভ করেন *এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা গিয়ে দাঁড়াল ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি *তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে যে নতুন সমুদ্র মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে ১,২১,১১০ বর্গ কি.মি. * নানকিং চুক্তির মাধ্যমে ১৮৯৬ সালে ১০০ বছরের জন্য হংকং বৃটেনের হাতে চলে

যায় এবং ১৯৯৭ সালের ১লা জুলাই চীনের হাতে চলে আসে *হংকং এ ২০৪৭ এবং ম্যাকাওতে ২০৪৯ পর্যন্ত একদেশ দুই নীতি চলবে *দুই ভিয়েতনাম একত্রিত হয় ১৯৭৬ সালে *বিশ্বের প্রথম ধুমপানমুক্ত দেশ ভুটান *আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৪ বছর *এনরন বিশ্বের বৃহত্তম দেওলিয়াগ্রস্থ কোম্পানি *১৮৩৯ সালে রবর্ট কর্নেলিয়াস প্রথম Selfie তোলেন Selfie এর অর্থ আত্মপ্রতিকৃতি *দেশের প্রথম ওয়াইফাই সিটি সিলেট *এ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ৬৯টি *সর্ব প্রথম ফিলিস্তিন-ইসরাইলে তবে বর্তমান ১৬টি মিশন কার্যরত আছে। *বাংলাদেশ প্রথম ১৯৮৮ সালে UNIMOG মিশনে অংশগ্রহণ করেন *৩ জন সংখ্যার ও ১টি বাড়ি নিয়ে ঘোষণা দেওয়া সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র সি-ল্যান্ড *একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও হ্যাট্রিক করা প্রথম ও একমাত্র খেলোয়াড় বাংলাদেশের সোহাগ গাজী *জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে ৫৪টি ধারা আছে *সু-শাসনের জন্য ৮ ধারার শান্তির মডেল পেশ করেন শেখ হাসিনা *১৬৪৮ সালে প্রথম ওয়েস্ট পলিস চুক্তির মাধ্যমে আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্ম্পকের সৃষ্টি হয় *Cold War শব্দটির প্রর্বতন করেন জর্জ কেনান * New World Order শুরু হয় ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ভেঙ্গে ১৫ রাষ্ট্র হবার পর ১৯৯২ সাল থেকে *আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো মনরো ডকট্রিন প্রদান করেন ১৮২৩ সালে এবং ১৯৪৭ সালে ১২ই মার্চ ট্রু-ম্যান ডকট্রিন প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট টু-ম্যান * New world order বা নব্য বিশ্বব্যবস্থা সর্ম্পকে ৬ টি মডেল প্রদান করেন মার্টন কাপলান *ক্ল্যাশ অব দ্য সিভিলাইজেশন সর্ম্পকিত তত্ত্ব প্রদান করেন স্যামুয়েল পি হান্টিংটন এবং ডায়ালগ এ্যামং দ্য সিভিলাইজেশন তত্ত্বটি প্রদান করেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ খাতামি *বার্লিন প্রাচীর দেওয়া হয় ১৯৬১ সালে এবং ভাঙ্গা হয় ১৯৮৯ সালে আর দুই জার্মানি এক হয় ১৯৯১ সালে * জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম আবেদনে ভেটো দেয় চীন *বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে অর্ন্তভুক্তির সময় ১২৬টি দেশ সর্মথন দিয়েছিল *বাংলাদেশের সাথে গ্রানাডা ও গিনি বিসাউ একই সাথে সদস্যপদ লাভ করে *বিখাত গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪৭ সালে *প্রতিদিন বাতাসে ১০০ কোটি পাউন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড মিশে *সবচেয়ে বড় বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে যুক্তরাষ্ট্রে *ডটার অব পাকিস্তান উপাধীতে ভুষিত মালালা ইউসুফ জাঈ *হুগো শ্যাভেজ মারা যান ৬ই মার্চ ২০১৩ *দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট ছিল পার্ক জিউন হাই।

জাতিপুঞ্জ-জাতিসংঘ:

জাতিপুঞ্জ: * ৮ই জানুয়ারি ১৯১৮, মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন তার বিখ্যাত Fourtieen Point & Eight Particulars এর মাধ্যমে কালেকটিভ সিকিউরিটি/যৌথ নিরাপত্তার ধারণা প্রদান করেন *২৮ এপ্রিল ১৯১৯ এ সনদ গৃহীত হলে ১০ই জানুয়ারি ১৯২০ আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম শুরু করেন বিশ্বের প্রথম বৈশ্বিক সংগঠন লিগ অব নেশন *প্রতিষ্ঠার সময় এই সংস্থাতে ৪০টি রাষ্ট্র যোগদান করেন সর্বশেষ রাষ্ট্র ছিল ৫৫টি *প্রথম মহাসচিব বৃটেনের এরিখ ড্রামন্ড এবং সর্বশে ফ্রান্সের যোসেফ এভেনল *১৯২৫ সালে লৌকর্ন চুক্তির মাধ্যমে জার্মানি লিগ অব নেশনসে যোগদান করেন *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংস্থাটিতে যোগদান করেন নি *১৯৩৯ এর কার্যক্রম বন্ধ হলেও ১৯৪৬-এ একটি আনুষ্ঠানিক সম্মেলনের মাধ্যমে এটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

জাতিসংঘ: *১১টি পর্যায়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় *১২ই জুন ১৯৪১ লন্ডন ঘোষণায় ৯টি দেশ প্রথম কার্যক্রম শুরু করে *১৪ই আগস্ট ৪১, চার্চিল-রুজভেল্ট আটলান্টিক ঘোষণার মাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করে *১লা জানুয়ারি ৪২, ভেটো ক্ষমতা সর্ম্পন ৫টি দেশ একত্র হয় ওয়াশিংটন ঘোষণায় *১৯৪৩ এ ভার্জিনিয়া সম্মেলনে খাদ্য নিরাপত্তা বিয়টি আলোচিত হলে ১৯৪৫ FAO প্রতিষ্ঠিত হয় *১৯-৩০ অক্টোবর ৪৩, মস্কো ঘোষণা ও ৭ দফা গৃহীত হয় এখানে জাতিসংঘ নামটি ব্যবহার করা হয় *নভেম্বর ৪৩, তেহরান সম্মেলনে চার্চিল-রুজভেল্ট-স্টালিন ৩ শীর্ষ নেতা মিলিত হলে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয়ে যায় *জুলাই ১৯৪৪ ব্রিটেন উডসে ৪৪ রাষ্ট্রের বৈঠক হলে IMF World Bank প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয় *২১ আগস্ট ডাম্বারটন ওকস সম্মেলনে জাতিসংঘের ৫টি স্থায়ী সদস্য নির্ধারিত হয় *৪-১১ ফেব্রুয়ারি ইয়াল্টা সম্মেলনে ৫টি সদস্য রাষ্ট্রকে ভেটো ক্ষমতা প্রদান করা হয় *২৫এ এপ্রিল থেকে ২৬শে জুন বৈঠকে ২৬শে জুন ৫০টি রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে জাতিসংঘের কার্যক্রম শুরু হলে ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতিসংঘ কার্যক্রম শুরু করে *১১১টি ধারা ও ১৯টি অধ্যায় নিয়ে আর্চিবাল্ড ম্যাকলেস জাতিসংঘ সনদ তৈরি করে *উপস্থিত না থেকেই সদস্য হয় পোল্যান্ড; সুতরাং ৫১টি সদস্য নিয়ে জাতিসংঘ কার্যক্রম শুরু করেন ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস *১লা জানুয়ারি ১৯৪২ জাতিসংঘের নামকরণ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট *জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ৫টি *ইস্ট নদীর তীরে ৩৯তলার ফ্ল্যাসিং মিডোস নামক বিল্ডিং এর মূল দাতা ছিল ৮.৫ মিলিয়ন ডলার প্রদানকারী জন ডি রকফেলার *ইংরেজি, ফ্রান্স, স্প্যানিস, রুশ, চীনা ও আরবী এই ৬টি জাতিসংঘের ভাষা তবে কার্যকর ভাষা প্রথম দুইটি *১৯৭১ সালে ডব্লিউ এইচ অডেন এর হাইম টু ইউনাইটেড নেশন গানটিতে সুরারোপ করেন স্পেনিশ শিল্পি পাবলো কাসালন *২০অক্টোবর ৪৭ হালকা নীল রং এর মাঝে সাদা বৃত্ত ও বৃত্তের মাঝে জাতিসংঘ প্রতীক ও জলপাই ডাল জড়ানো বিশ্বমানচিত্র *১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় টোকিওতে *৬০টিরও বেশি দেশের ধাতব মুদ্রা গলিয়ে জাতিসংঘ ঘন্টা তৈরি করা হয় যাতে লিখাআছে নিরঙ্কুশ বিশ্বশান্তি দীর্ঘজীবি হোক *৮জন ব্যক্তি ও ৮টি জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নোবেল পুরস্কার লাভ করেন *জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য ১৯৩; সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান *তাইওয়ান পূর্বে জাতিসংঘের সদস্য ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: *জাতিসংঘের ৮ জন মহাসচিবের মধ্যে প্রথম নরওয়ের ট্রিগভলি এবং সর্বশেষ দ. কোরিয়ার বান কি মুন *জাতিসংঘের লাইব্রেরির নাম দ্যাগ হ্যামারশোল্ড লাইব্রেরি *নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সম্মতিতে নতুন সদস্য নির্বাচিত হয় *জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক ভ্যাটিকান ও প্যালেস্টাইন *সদস্য নয় এমন স্বাধীন রাষ্ট্র ৪টি তাইওয়ান,

ভ্যাটিকান, ফিলিস্তিনি ও কসোভো *প্রাথমিক ভাবে উপস্থিত না থেকেও সদস্য পদ লাভ করে পোল্যান্ড *সর্বোচ্চ ২২% চাঁদা প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্র এবং টোঙ্গা-নাউরু-কিরিবাতিকে চাঁদা প্রদান করতে হয় না *বাংলাদেশ ০.০১% চাঁদা প্রদান করে *সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসে প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের তৃতীয় মঙ্গলবার *জাতিসংঘের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৬ সালে *জাতিসংঘের Uniting for the peace resolution বা শান্তির জন্য ঐক্য গৃহিত হয় ১৯৫০ সালে ৩ নভেম্বর কোরিয় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে *জাতিসংঘ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন এটলি এবং প্রথম সভার পরিচালনা করেন প্রথম অস্থায়ী মহাসচিব বৃটেনের লর্ড গ্লাডস্টোন *নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য ১৫ *স্থায়ী ৫টি ভেটো ক্ষমতা সম্পন্ন এবং ১০টি নির্বাচিত *বর্তমান নির্বাচিত অস্ট্রেলিয়া-আর্জেন্টিনা-লুক্সেমবার্গ-দ. কোরিয়া-রুয়ান্ড *১৯৬৫ সালের পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল ১১টি *নিরাপত্তা পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত পাশ করতে ৫টি স্থায়ী ও ৪ টি অস্থায়ী মিলে মোট ৯টি রাষ্ট্রের সম্মতির প্রয়োজন হয় *৫৪টি সদস্য নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আছে *এর ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মধ্যে এসকাপ- ব্যাংকক (এশিয়া প্রশান্ত-মহাসাগরীয়) ইকা-আদ্দিস আবাবা (আফ্রিকা) ইসি-জেনেভা (ইউরোপ) ইকলার্ক-সান্টিয়াগো (আমেরিকা) ইসও-বৈরুত (পশ্চিম এশিয়া) *১৯৯৪ সাল থেকে অছি পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত এবং এটি দেখে নিরাপত্তা পরিষদ *আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি ১৫ জন মেয়াদ ৯ বছর *সভাপতি স্লোভাকিয়ার প্রিটার ট্রমকা *১ জন সেক্রেটারি, ১২ জন আন্ডার সেক্রেটারি, ১২ এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি = ২৫ জন নিয়ে জাতিসংঘ সচিবালয় *আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারকের সংখ্যা ১৮ জন (৭ জন নারী ১১জন পুরুষ।
*জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনা, ১৯৭৯ সালে সিডও, ১৯৮৯ সালে শিশু সনদ, ১৯৭৩ বর্ণবাদ বিরোধী কনভেনশন, ১৯৮২ আদিবাসী রক্ষা কনভেনশন, ১৯৮২তে সমুদ্র আইন ও ১৯৯২ ধরিত্রী সম্মেলন শুরু করে *এছাড়া ২০০০ সালে ঘোষিত ২০১৫ পর্যন্ত ৮টি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে Millinium Development Goal (MDG) বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ২০১৬'র ১লা জানুয়ারি থেকে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা, ৪৭টি সুচক ও ১৭০টি সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে Sustainable Development Goal (SDG) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রকাশ করে *জাতিসংঘ মোট ৬৯টি আর্ন্তজাতিক শান্তিরক্ষা মিশন প্রেরণ করেছে *বর্তমানে ১৭টি মিশনে ১২২টি দেশের ১,১৭,৯৬৭ জন শান্তিরক্ষী বাহিনী কর্মরত আছেন *বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৩৫টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ গ্রহণ করেন *সর্বশেষ মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে পরিচালিত মিশন MISCA.

*১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয় *৮ই আগস্ট ১৯৭২ বাংলাদেশ আবেদন করলে চীনের ভেটোর কারণে বাদ যায় *বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য *বাংলাদেশ ১৯৭৯-৮০, ২০০০-০১ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য এবং ১৯৯৭৬-৭৮, ৮১-৮৩, ৮৫-৮৭, ৯২-৯৪, ৯৬-৯৮ মেয়াদে মোট পাঁচবার ইকোসসের সদস্য পদ লাভ করে *১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯ জাতিসংঘের ইউনেস্কোর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন *১৮১-৯১ বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া এসকাপের নির্বাহী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন *মিসেস সালমা খান সিডো কার্যকরী পরিষদের চেয়াপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন *২৪ এপ্রিল আমিরাহ হক জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি হিসেবে নির্বাচিত হন *জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থার মধ্যে আইএলও সর্বপ্রথম বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করেন *বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ৩৫টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ গ্রহণ করেন *বাংলাদেশের সদস্য অন্তভূক্তির সময় মহাসচিব ছিলেন কুর্ট ওয়াইল্ড হেইম *স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মহাসচিব ছিলেন মিয়ানমারের বান কি মুন।
*৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ প্রথম জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে কুট ওয়াল্ডহেইম, ৩-৬ মার্চ ১৯৮৯ পেরেজ দ্য কুয়েলার, ১৩-১৫ মার্চ ২০০১ কফি আনান, ১-২ নভেম্বর ২০০৮ ও ১৩-১৫ নভেম্বর ২০১১ দ. কোরিয়ার বান কি মুন বাংলাদেশ সফর করেন *তবে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০০০ সালে বাংলাদেশ সফর করেন বিল ক্লিনটন *জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য না হলেও ইউনেস্কের স্থায়ী সদস্য হয় ইউনেস্কো।

আন্তর্জাতিক ভুগোল:

পৃথিবীর ভৌগলিক অবস্থান: *পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর *পৃথিবীর মোট আয়তন ৫১ ,০০,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার *৭টি মহাদেশ এবং ৫টি মহাসাগর নিয়ে এই পৃথিবী *মোট আয়তনের প্রায় ২৯ ভাগ স্থল ভাগ এবং প্রায় ৭১ ভাগ জলভাগ *বিশ্বের মোট পানির ৯৭ ভাগই লবণাক্ত মাত্র ৩ ভাগ পানের উপযোগী *পৃথিবীর পরিধি ৪০,০৬৬ কিলোমিটার ও পৃথিবীর ব্যাস ১২৭৫৩ কিলোমিটার প্রায় *প্রতি সেকেন্ডে ২৯ কি.মি. বেগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে পৃথিবী একবার সুর্যকে প্রদিক্ষণ করে *এই সময়কে ১ সৌর বছর বলা হয় *পৃথিবীর নিজ অক্ষে একবার আর্বতন করতে সময় লাগে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৫ সেকেন্ড এই সময়কে সৌর দিন বলা হয় *বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণ এবং শীতলতম স্থান যথাক্রমে লিবিয়ার আজিজিয়া এবং রাশিয়ার ভার্খয়নস্ক *পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের নগরী নরওয়ের হ্যামারফেস্ট এবং দক্ষিণে চিলির পুর্য়োরতো উইলিয়াম *পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজান, যৌথ ভাবে দৈর্ঘ্যে মিসিসিপি-মিসৌরি ও একক ভাবে নীল নদী এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম নদী রো *বিশ্বের সবচেয়ে সরু রাষ্ট্র চিলি; এটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলীয় একটি সরু রাষ্ট *সর্বাধিক দ্বীপপুঞ্জের দেশ ইন্দোনেশিয়া ।

পৃথিবীর রাজনৈতিক: *পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রাশিয়া *আয়তন ১,৭০,৭৫,২০০ বর্গ কি. মি. এবং ক্ষুদ্রতম ভ্যাটিকান .৪৪ বর্গ কি.মি. *জনসংখ্যাতে সবচেয়ে বড় গণচীন জনসংখ্যা ১৩৮ কোটি প্রায় *বিশ্বের সর্বোচ্চ ১৪টিদেশের সাথে সীমান্ত আছে রাশিয়া ও চীনের *বিশ্বে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯৪টি এর মধ্যে গণতান্ত্রিক দেশ ১২২টি *বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় মরক্কোর কারুইন *বিশ্বের উচ্চতম রাজধানী বলিভিয়ার রাজধানী লাপাজ *বিশ্বের সবচেয়ে বড় কিনে নেওয়া অঞ্চল আলাস্কা এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার নিকট থেকে কিনে নেয়

*বিশ্বের সবচেয়ে বড় অভিবাসীর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সবচেয়ে বেশি অভিবাসী বাস করে *ফিজি এমন একটি দেশ যেখানে মূল জনগোষ্ঠি বা যে কোন গোষ্ঠির থেকে বেশি ভারতের লোক বাস করে *বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জাতি ও ভাষার লোক বসবাস করে ভারতে *বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত জলপ্রপাত নায়াগ্রা ফলস্ *প্রাকৃতিক কোন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি দর্শনার্থী নায়াগ্রা ফলস্ দেখতে যায় *বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দেশ ভ্যাটিকান সিটি *বিশ্বেও সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ মোনাকো এবং কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ মঙ্গোলিয়া ও নামিবিয়া।

ভৌগলিক জলভাগ: *পৃথিবীর বৃহত্তম-দীর্ঘতম সাগর প্রশান্ত মহাসাগর (১৫,৫৫,৫৭,০০০) বর্গ কি.মি. যা আয়তনে ৭টি মহাদেশের থেকেও বড় *পৃথিবীর গভীরতম স্থান প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চ বা খাত যার গভীরতা ১১০৩৩ মিটার * বৃহত্তম সাগর দক্ষিণ চীন সাগর ২৯৭৪৬০০ বর্গ কি.মি. *বৃহত্তম উপসাগর বঙ্গোপসাগর ২২,০০০০ বর্গ কি.মি * বৃহত্তম গালফ মেক্সিকান গালফ ১৮,০৮,০০০ বর্গ কি.মি (প্রায়) *বিশ্বের গভীরতম সাগর ক্যারিবিয়ান সি ৬৯৪৬ মি. গভীর (প্রায়) এবং *অগভীর সাগর বাল্টিক সর্বোচ্চ ১২০০ মিটার হলেও গড় ৬৭ মিটার *বৃহত্তম দ্বীপ গ্রীনল্যান্ড যার আয়তন প্রায় ২১,৭৫,৬০০ বর্গ কিলোমিটার (ডেনমার্ক) *তবে বৃহত্তম হ্রদ দ্বীপ ম্যানাটুলিন *উচ্চতম দ্বীপ নিউগিনি ৫০৩০ মিটার *বৃহত্তম হ্রদ কাস্পিয়ান ৩,৭১০০ বর্গ কি.মি. *গভীরতম-প্রাচীনতম হ্রদ বৈকাল ১৬২০ মিটার *বৃহত্তম মিঠাপানির হ্রদ যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার সুপিরিয়া ৮২০০০ বর্গ কি. মিটার *উচ্চতম-নাব্যতম টিটিকাকা (বলিভিয়া) *আফ্রিকার বৃহত্তম হ্রদ ভিক্টোরিয়া *উচ্চতম জলপ্রপাত ভেনেজুয়েলার এঞ্জেল ফলস ৯৯৭.৮০ বা প্রায় ১০০০ মিটার *বৃহত্তম জলপ্রপাত-আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের মাঝে অবস্থিত গুয়ারিয়র *বিশ্বের দীর্ঘতম নদী ১১টি দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নীল যার দৈর্ঘ্য ৬৮২৫ (৬৬৬৯) *বৃহত্তম-গভীরতম-প্রশস্ততম-সবচেয়ে উপনদী আছে এমন নদী আমাজন ৬৪৩৭ কি.মি. *বিশ্বের উচ্চতম দ্বীপ নিউগিনি *বিশ্বের বৃহত্তম আগ্নেয় দ্বীপ সুমাত্রা ৪,৪৩,০৬৬ (ইন্দোনেশিয়া) *আন্তর্জাতিক নদী বলা হয় ইউরোপের ১০টি দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত দানিয়ুবকে *বিশ্বের বৃহত্তম ও দীর্ঘতম খাল ১৮৬৯ সালে ফার্ডিনান্ড দি লেসেপস এর খনন করা ১৯০ কি.মি দীর্ঘ সুয়েজ এবং *গভীরতম প্রশান্ত-আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্তকারী ১৯১৪ সালে খনন করা ৮০ কি.মি দীর্ঘ ও ১৪ মি. গভীর পানামা খাল *বিশ্বের দীর্ঘতম নৌ-খাল প্রায় ১৭৭০ কি.মি. দীর্ঘ চীনের গ্রান্ড খাল *বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রবাল প্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ *বিশ্বের বৃহত্তম প্রণালি তাতার প্রণালী *জিব্রাল্টার ভুমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে (ইউরোপ-আফ্রিকা) *দার্দেনেলিস মর্মর সাগর-কৃষ্ণ সাগরকে (তুরস্কের ইস্তাম্বুল) *বসফরাস মর্মর-এজিয়ান সাগরকে (তুরস্ক-বুলগেরিয়া) *বাবেল মান্দের ভুমধ্যসাগর-লোহিত সাগরকে (এশিয়া-আফ্রিকা), *পক বঙ্গোপ-মান্নার/আরব সাগরকে (ভারত-শ্রীলংকা), *ডোভার উত্তর সাগর-আটলান্টিককে (বৃটেন-ফ্রান্স), *বেরিং প্রণালি বেরিং-চুকচি-ওখটস্ক সাগরকে (এশিয়া-আমেরিকা), *তাতার প্রণালি ওখটস্ক-জাপান সাগর (জাপান-রাশিয়া)কে যুক্ত করেছে (..) এর মধ্যেরগুলোকে বিভক্ত করেছে।

ভৌগলিক স্থলভাগ: *প্রায় ৭৫০০ কি.মি. বিশ্বের বৃহত্তম পর্বত দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ *উচ্চতম পর্বত ৮৮৫০ মিটার উচ্চতার হিমালয় দৈর্ঘ্য ২৪১৪ কি.মি. *বৃহত্তম-উচ্চতম মালভুমি তিব্বতের পামির *বৃহত্তম মরুঅঞ্চল আফ্রিকার সাহারা ৯১,০০০০ বর্গ কি.মি. যার মধ্যে ৮৪,০০০০০ বর্গ কি.মি. সম্পুর্ন মরুভুমি কিন্তু*বৃহত্তম শীতল মরুভুমি চীনের গোবি *বিশ্বের বৃহত্তম সমভুমি মধ্য ইউরোপের সমভুমি *বিশ্বের বৃহত্তম বনভুমি রাশিয়ার তৈগা, তবে সবচেয়ে বেশি বৃক্ষ আছে দ.আমেরিকার আমাজনের একে বিশ্বের ফুসফুস বলে *বিশ্বে মোট সমুদ্রবিহীন দেশ ৪৫টি; এশিয়া-১০, ইউরোপ-১৭, আফ্রিকা-১৬ ও দক্ষিণ আমেরিকা ২টি দেশ *বিশ্বের সবচেয়ে বড় উপদ্বীপ আরব উপদ্বীপ এবং সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপ বাংলাদেশের সুন্দরবন *বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ৭টি দেশে অবস্থিত পর্বত কারাকোরাম *স্থলভাগে বিশ্বের সবচেয়ে নিচু স্থান জর্ডান-ইসরাইলের ডেড-সি -৩৯৮ মি. যেখানে লবনাক্ততার ঘনত্বের কারণে এখানে কোন প্রাণী বাসকরতেও পারেনা আবার ডুবেও না।

ভৌগলিক-রাজনৈতিক সীমারেখা: *মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের সনোরো লাইন, *পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ডুরান্ট লাইন, *ভারত ও পাকিস্তান লাইন অব কন্ট্রোল, *চীন ও ভারত ম্যাকমোহন লাইন, *ইরাকে নো ফ্লাইং জোন, *দুই কোরিয়া ৩৮অক্ষরেখা, *জার্মান এবং পোলান্ডের হিন্ডারবার্গ লাইন, *জার্মান ফ্রান্স ম্যাজিনো লাইন, *কর্তৃক নির্মিত সুরক্ষিত সীমারেখা, *ভারত ও চীন ম্যাকমোহন লাইন, *জার্মানি ও পোলান্ডের ওডেরনিস লাইন, *জার্মানি এবং ফ্রান্স সিগফ্রিড লাইন সীমারেখাটি নির্মাণ করে ফ্রান্স, *সাবেক উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের ১৭ অক্ষরেখা, *উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার ৩৮ তম অক্ষরেখা, *আমেরিকা এবং কানাডার মধ্যকার ৪৯তম অক্ষরেখা, *২৪তম অক্ষরেখা: *পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যকার কচ্ছ এলাকার সীমানা নির্ধারণকারী সীমা রেখা।

ভৌগলিক উপনাম: *সকাল বেলার শান্তি-কোরিয়া *সাদা হাতির দেশ-থাইল্যান্ড *বাজারের শহর-কায়রো *পৃথিবীর ছাদ-পামির মালভূমি *মুক্তার দ্বীপ-বাহরাইন *লবঙ্গ দ্বীপ-জাঞ্জিবার *নিষিদ্ধ দেশ-তিব্বত *নীল নদের দেশ-মিশর *হাজার দ্বীপের দেশ-ফিনল্যান্ড *দক্ষিণের গ্রেট ব্রিটেন-নিউজিল্যান্ড *মন্দিরের শহর-বেনারস *উত্তরের ভেনিস-স্টকহোম *দ্বীপের নগরী-ভেনিস *জাঁকজমকের নগরী-নিউইয়র্ক *ভূ-মধ্যসাগরের প্রবেশ দ্বার-জিব্রাল্টার *পঞ্চ নদের দেশ-পাঞ্জাব (পাকিস্তান) *দক্ষিণের রাণী-সিডনি *পাকিস্তানের প্রবেশ দ্বার-করাচী *লিলি ফুলের দেশ-কানাডা *গোলাপি শহর-রাজস্থান (ভারত) *চির বসন্তের নগরী-কিটো (দক্ষিণ আমেরিকা) *ল্যান্ড অব মার্বেল-ইটালী *গ্রানাইটের শহর-এবারডিন *পোপের শহর-রোম *পবিত্র ভূমি-প্যালেস্টাইন *সোনালী আঁশের দেশ-বাংলাদেশ *ক্যাঙ্গারুর দেশ-অস্ট্রেলিয়া *সূর্যোদয়ের দেশ-জাপান *নিশীথ সূর্যের দেশ-নরওয়ে *ইউরোপের রণক্ষেত্র-বেলজিয়াম *ইউরোপের ক্রীড়াভূমি-সুইজারল্যান্ড *ভূ-স্বর্গ-কাশ্মীর *সমুদ্রের

বধু-গ্রেট বৃটেন *অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ-আফ্রিকা *নিষিদ্ধ নগরী-লাসা *সাত পাহাড়ের শহর-রোম *প্রাচ্যের গ্রেট বৃটেন-জাপান *শ্বেতাঙ্গদের কবরস্থান-গিনিকোস্ট *স্বর্ণ নগরী-জোহান্সবার্গ *চীনের দুঃখ-হোয়াংহো নদী *ভারতের প্রবেশ দ্বার-বোম্বে (মুম্বাই) *প্রাচ্যের ভেনিস-ব্যাংকক *প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার-ওসাকা (জাপান) *ম্যাপল পাতার দেশ-কানাডা *সম্মেলনের শহর-জেনেভা *সাদা শহর-বেলগ্রেড *বিশ্বের রুটির ঝুড়ি-উত্তর আমেরিকার প্রেইরি *পবিত্র পাহাড়-ফুজিয়ামা *চির সবুজের দেশ-নাটাল *পান্না দ্বীপ-আয়ারল্যান্ড *নীরব শহর-রোম *মসজিদের শহর-ঢাকা *সোনালী প্যাগোডার দেশ-মায়ানমার *হাজার হ্রদের দেশ-ফিনল্যান্ড *পীত নদীর দেশ-হোয়াংহো *মটর গাড়ীর দেশ-ডেট্রয়েট শহর *মেডিটেরিয়নের দেশ-জিব্রাল্টার *সোনার অন্ত:পুর-ইস্তাম্বুল *ভারতের উদ্যান-লক্ষ্ণৌ *গগনচুম্বী অট্টালিকার দেশ-নিউইয়র্ক *দ্বীপ মহাদেশ-অস্ট্রেলিয়া *ভূমিকম্পের দেশ-জাপান *হারকিউলিসের স্তম্ভ-জিব্রাল্টার মালভূমি *ইউরোপের রুগ্ন মানুষ-তুরস্ক।

বিরোধপূর্ণ ভৌগলিক স্থান: *কাশ্মির ও LOC ভারত-পাকিস্তান *লাদাখ নিয়ে ভারত-চীন *চিকেননেক নিয়ে ভারত-চীন *পোরেজিল বা লাইলা নিয়ে স্পেন ও মরোক্কোর *আবু মুসা নিয়ে আরব আমিরাত ও ইরান *কুরিল ও শাখালিন নিয়ে রাশিয়া ও জাপান *সেনকাকু নিয়ে চীন-জাপান *সাত ইল আরব নিয়ে ইরাক-ইরান *ফকল্যান্ড নিয়ে ইংল্যান্ড আর্জেন্টিনা *ক্রিমিয়া-সেবাস্তিয়ানোপো- নিয়ে ইউক্রেন-রাশিয়া *তালপট্টি নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত *নার্গাখো কারবাখ নিয়ে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান *স্পার্টলি নিয়ে চীন এবং তাইওয়ানের মধ্যে উত্তেজনা চলছে।

গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক স্থান: *দিয়োগা গার্সিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি *আটলান্টিক মহাসাগরে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়র্নকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল *দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম নিউমুর *সিনাই উপত্যকা-জেরুজালেম-গোলান মালভূমি-জর্ডান নদী-গ্যালিলি সি ইসরাইলের আশেপাশে ভু-মধ্য সাগরের তীরে অবস্থিত *ওয়াটার-লু বেলজিয়ামের গ্রাম *ভু-মধ্যসাগরের রুবেন দ্বীপে নেলসন ম্যান্ডেলাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল *জেদ্দা সৌদি আরবের প্রধান শহর *কার্টজেনা কলম্বিয়ার শহর *মন্ট্রিল কানাডার শহর *কিয়েটো জাপানের প্রাচীন রাজধানী *বালি ও বান্দুং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ *শার্ম আল শেখ মিশরের অবকাশ কেন্দ্র *আলেকজান্দ্রিয়া মিশরের বন্দও *ইস্তাম্বুল তুরস্কে অবস্থিত বিশ্বের একমাত্র ইউরেশিয়ান শহর *শেনঝেন নেদারল্যান্ডের শহর *সিনাই এশিয়া-আফ্রিকাতে অবস্থিত একমাত্র অঞ্চল।

আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি: *ইন্টারনেট চালু হয় ১৯৬৯ সালে *ইন্টারনেটের উদ্ভাবক ভিন্টন গ্রে কার্ফ (যুক্তরাষ্ট্র) *ডিজিটাল ক্যামেরার জনক স্টিভেন জে সিসোন (যুক্তরাষ্ট্র) *লেজারএর জনক থিওডোর হ্যারল্ড টেড মেইম্যান *ব্যাংক (ATM) এর জনক জন শেফার্ড ব্যারন (বৃটেন); উদ্ভাবণ ১৯৬৭ সালে *মাইক্রো সফটের জনক বিল গেটস (যুক্তরাষ্ট্র) ; ১৯৭৫ * (WWW) এর জনক টিম বানারস লি (বৃটেন); উদ্ভাবন ১৯৯১ সালে * মোবাইলের আবিষ্কারক মার্টিন সি. কুপার(যুক্তরাষ্ট্র);১৯৭৩ *ইয়াহু'র জনক জেরি ইয়াং (তাইওয়ান) ও ডেভিড ফেলো (যুক্তরাষ্ট্র); ১৯৯৫ সাল । *গুগল এর জনক সার্জেই বিন (যুক্তরাষ্ট্র); ১৯৯৮। *ফেসবুকের জনক মার্ক জুকারবার্গ (যুক্তরাষ্ট্র); প্রতিষ্ঠা ২০০৪। *টুইটারের জনক জ্যাক ডোরসেই (যুক্তরাষ্ট্র); প্রতিষ্ঠা ২০০৬ *ই-বুক (e-book)এর জনক মাইকেল এস হার্ট *Compcat Discএর জনক নোরিও ওহগা (জাপান) *মাউসের জনক ডগলাস এঙ্গেলবার্ট (যুক্তরাষ্ট্র) *প্রথম ল্যাপটপের নাম অসবর্ন ১ (Osborne 1) *আধুনিক ল্যাপটপের জনক বিল মোগারিজ *সার্চ ইঞ্জিনের জনক এলান এমটাজ *সবচেয়ে বড় মাইক্রো প্রসেসর Intel CorporationIntel প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালে *ই-মেইলের জনক স্যামুয়েল রে টম লিনসন (যুক্তরাষ্ট্র) *উইকিলিকস প্রতিষ্ঠিত হয় ৪ অক্টোবর ২০০৬ উইকিলিকস এর প্রতিষ্ঠিতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ (অস্ট্রেলিয়া) উইকিপিডিয়ার প্রতিষ্ঠিতা জিমিওয়েলস্, যুক্তরাষ্ট্র (২০০১) *অ্যাপলের স্টিভ জবস মারা যান ৫ অক্টোবর, ২০১১-জন্ম ২৪ ফেব্রুয়ারি,১৯৫৫; জন্ম স্থান সানফ্রান্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র *স্টিভ জবসের আত্মজীবনী বায়োগ্রাফি অব স্টিভ জবস *অ্যাপল প্রতিষ্ঠিত হয় ১ এপ্রিল, ১৯৭৬ সদর দপ্তর ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ।

বিভ্রান্ত করে যা কিছু তথ্য: *পোর্ট গ্রান্ডে চট্টগ্রাম বন্দরের পূর্ব নাম ছিল আর পোর্ট ব্লেয়ার- আন্দামান নিকোবরের রাজধানী ২.পোর্ট লুইস-মরিশাসের রাজধানী ও সমুদ্র বন্দরের নাম আর পোর্ট মৌসাবি-পপুয়া নিউগিনির রাজধানী ও সমুদ্র বন্দরের নাম ৩. পোর্ট সৈয়দ-মিশরের বিখ্যাত শহর এবং সমুদ্র বন্দর আর পোর্ট স্ট্যানলি-জিব্রাল্টার এর রাজধানী এবং সমুদ্র বন্দর ৪.ওয়েলিং ওয়াল -জেরুজালেমে অবস্থিত ইহুদীদের পবিত্র স্থান আর ভিয়েতনাম ওয়াল-ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত ৫. গ্রেট ওয়াল-চীনের বিখ্যাত মহাপ্রাচীর আর ওয়ালস্ট্রিট-যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত বিখ্যাত শেয়ারবাজার ৬. হোয়াইট হল-ব্রিটিশ সরকারের কার্যালয় আর হোয়াইট হাউস-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভার নাম ৭. ওয়ার্ল্ড ওয়াচ-মার্কিন পরিবেশবাদী গ্রুপ আর হিউম্যান রাইট ওয়াচ- মার্কিন মানবাধিকার গ্রুপ ৮.ডেমোক্রেসি ওয়াচ-জনমত যাচাইকারী বেসরকারী সংস্থা আর বে ওয়াচ-বিখ্যাত মার্কিন সিরিয়্যাল ৯.ব্ল্যাক বেঙ্গল-কালো জাতের যমুনা পাড়ের ছাগল আর ব্ল্যাক কোয়াটার-গবাদী পশুর রোগের নাম ১০. ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর-ফিলিস্তিনি গেরিলাদের দল আর ব্ল্যাক প্যানথার-মার্কিন নিগ্রোদের গেরিলা দল ১১. ব্ল্যাক ওয়াটার-মার্কিন বেসরকারী নিরাপত্তা সংস্থ আর ব্ল্যাক ডগ-পার্বত্য চট্টগ্রামের গেরিলা দল ১২. ব্ল্যাক ক্যাট-ভারতের কমান্ডো বাহিনী আর ব্ল্যাক সি- কৃষ্ণ সাগর ১৩. ব্ল্যাক গোল্ড-তৈলজক্রিয় খনিজ বালু আর ব্ল্যাক সার্ট- ইতালির মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দল ১৪. ব্ল্যাক ডিসেম্বর-পাকিস্তানের নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী দল আর ব্ল্যাক টাইগার-শ্রীলংকার তামিল গেরিলা দল ১৫.বন্ড স্ট্রিট-জুয়েলারী শিল্পের জন্য বিখ্যাত আর ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট-বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান বাসভবন ১৬.১১ নং ডাওনিং স্ট্রিট- বৃটিশ অর্থমন্ত্রীর বাসভবন আর ফ্লিট স্ট্রিট-সংবাদপত্রের জন্য বিখ্যাত ১৭.ফ্রি-টাউন-সিয়েরালিওনের রাজধানী আর জর্জটাউন-

গায়েনার রাজধানী ১৮. ব্রিজটাউন-বার্বাডোজের রাজধানী আর হলিটাউন-ভ্যাটিকানের রাজধানী ১৯.স্ট্যাচু অব পিস-নাগাসাকি, জাপান আর স্ট্যাচু অব ডেমোক্রেসি-হংকং ২০.স্ট্যাচু অব লির্বাটি-নিউইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর স্ট্যাচু অব ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার-রিওডিজেনেরিও ২১.পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার-কুয়ালালামপুর, মালেশিয়া আর টুইন টাওয়ার-নিউইর্য়ক, বর্তমানে ধবংসপ্রাপ্ত ২২.সিয়ার্স টাওয়ার-শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র আর সিএন টাওয়ার-টরেন্টো, কানাডা ২৩.আইফেল টাওয়ার-প্যারিস, ফ্রান্স আর ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার-টোকিও, জাপান ২৪.ফ্রিডম টাওয়ার-টুইন টাওয়ারের স্থলে নির্মিত টাওয়ার আর ওয়াটার টাওয়ার-শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র ২৫. এলিস প্রাসাদ-ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের বাসভবন ২৬. বার্কিংহাম প্যালেস-বৃটিশ রাণীর বাসভবন, লন্ডন আর বার্কিংহাম প্রাসাদ-বৃটিশ রাণীর বাসভবন, লন্ডন- ২৭. পোডালা প্রাসাদ-তিব্বত, গণচীন আর মারদেকা প্রাসাদ-জার্কাতা, ইন্দোনেশিয়া আর নারায়ণহিতি প্রাসাদ- কাঠমান্ডু, নেপাল ২৮. ফ্রিডম হাউস-মার্কিন বুদ্ধিজীবিদের সংস্থা আর ফ্রিডম ফ্লোটিলা যুদ্ধ জাহাজ।

আর্ন্তজাতিক: ভুগোল-পরিবেশ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কিছু হট সাজেশান:

*IPCC এর পূর্ণ রুপ Intetgovernmental Pannel for Climate Change এবং *COP এর পূর্ণরুপ Conference of the Parties এরা দুটিই পরিবেশ সংক্রান্ত *COP 20 পেরুর লিমাতে গৃহিত প্রজেক্ট 20×20 হচ্ছে 2020 সালের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার কোটি হেক্টর নতুন অঞ্চলে বনায়ন করা *কার্বন ডেটিং হচ্ছে বাতাসে কার্বন পরীক্ষা এবং গ্রিনকেমিস্ট্রি হচ্ছে পরিবেশ সহায়ক রাসায়নিক পর্দাথ *ওজন গ্যাস ৩টি অক্সজেনের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরমাণু এর রং গাঢ় নীল এটি মহাজাগতিক রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মিকে পরিশোধন করে *প্রতিদিন প্রায় ১০০ কোটি পাউন্ড কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস বাতাসে মিশে যাচ্ছে * ই-৮ এর সকল দেশই উত্তর গোর্লাধে অবস্থিত *সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২-৩ মিটার বেড়ে গেলে বিশ্বের ১৭% এবং ৩ ফুট উচ্চতা বাড়লে বাংলাদেশের ১৭.৩% ডুবে যাবে *নদী ভাঙনে সর্বস্ব জনগণকে বলা হয় নদী সিকিস্তী এবং নতুন চর জাগলে যারা বসতি গাড়ে তাদের বলা হয় নদী পয়স্তী *বাংলাদেশে বর্তমান ২৪০৭টি দূর্যোগব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র আছে *ঢাকা মহানগরীতে ২০০২ সালে পলিথিন এবং সুন্দরবনে ৭ প্রজাতীর ইকোলজি আছে *তবে এখানে শ্যালানদীর মৃগমারি এলাকাতে তেলবাহী ট্যাংকার ডুবে তেল ছড়িয়ে এগুলো মারাত্মক হুমকির সম্মুখিন হয় *২০০৩ সালে টু-স্ট্রোক যান নিষিদ্ধ করা হয় *১৭ই ডিসেম্বর ১৪ বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের দূর্যোগ মোকাবেলাতে ৮.৫ হাজার কোটি টাকা প্রদানে সম্মত হয় *বাংলাদেশে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণিত হয় ২০১২ সালে *প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তরের অধীনে ১৯৯৩ সালে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যূরো প্রতিষ্ঠিত হয় *বাংলাদেশে ১৯৭০, ৯১, ২০০৭ (সিডর), ২০০৯ (আইলা) নামক বন্যা ও জলোচ্ছাস হয় এবং ১৯৮৮, ৯৮, ২০০৪ ০ ২০০৭ এ মারাত্মক বন্যা হয় *ঘুর্ণিঝড়ের তীব্রতা পরিমাপ করা হয় স্যাফি সিম্পসন স্কেলের মাধ্যমে *বাংলাদেশে ১৯৪৪ এর বন্যাতে ৪০হাজার, ১৯৬৫র বন্যাতে প্রায় ৪৭ হাজার, ১৯৭৯ এর সাইক্লোনে প্রায় ৩ লক্ষ, ১৯৯১ এর সাইক্লোনে প্রায় ১৪ লক্ষ নিহত হয় এবং ১৯৮৭এর বন্যাতে ৩ কোটি, ১৯৮৮'র বন্যাতে ৫ কোটি এবং ১৯৯৮ এর বন্যা-জলোচ্ছাসে ২ কোটি মানুষ নিহত হয় *বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগ ৩ ভাগে বিভক্ত, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ৩টি এবং দেশের ভুমিকম্পীয় অঞ্চল ৩টি *দেশে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ৪১০টি, আবহাওয়া অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কেন্দ্র ২টি, ভুপর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ৪টি ও কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র ১২টি আছে *দেশে একমাত্র আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র SPASO প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে *ঘুর্ণিঝড়ে ১-১১ মাত্রার সর্তক সংকেত ব্যবহার করা হয় *Global Worming & Green House Effect এর ফলে বাংলাদেশের নিম্নভুমি প্লাবিত হবে *সাইক্লোন গ্রিক শব্দ যার অর্থ এক চোখ ওয়ালা দৈত্য, *ল্যাতিন শব্দ এল নিনো শব্দের অর্থ দূরন্ত বালক এবং লা নিনা শব্দের অর্থ দুরন্ত বালিকা (এই দুই সময় প্রশান্ত মহাসাগরের চিলি পেরু ও ইকুয়েডরের জেলেরা সমুদ্রে মাছ পাইনা) *সিডর শব্দের অর্থ চোখ *নার্গিস নামক উর্দু শব্দের অর্থ ফুল *আইলা শব্দের অর্থ শুশুক *টাইফুন শব্দের অর্থ সামুদ্রিক ঝড় *সুনামি শব্দের অর্থ বন্দরের ঢেউ *বাবেল মান্দেব শব্দের অর্থ মৃত্যর দরজা *মাথাপিছু কার্বন নি:সরণে শীর্ষ দেশ অস্ট্রেলিয়া *দেশটি সর্বপ্রথম কার্বন ট্রাক্স বসিয়েছে *তবে সর্বোচ্চ কার্বন নি:সরণকারী দেশে চীন এবং দ্বিতীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র *ভুমিকম্পে রিখটার স্কেলে ১-১০ সংখ্যা ব্যবহার করা হয় *৪০-৪৭ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশকে গর্জনশীল চল্লিশা বলে *তীব্র পানি সংকটের কারণে মালদ্বীপে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে ২০১৪ সালে *জলবায়ু সম্মেলন বা কপ-২০ অনুষ্ঠিত হয় পেরুর লিমাতে ও কপ-২১ অনুষ্ঠিত হবে প্যারিসে *৮ই ডিসেম্বর ফিলিপাইনে আঘাত হানে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হ্যাগপিট *আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা নির্ধারিত হয় বেরিং প্রণালী থেকে *বিশ্বের সবেচেয়ে বড় প্রবাল প্রাচীর গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ আছে অস্ট্রেলিয়াতে *নদীর পানি পরিমাপের একক কিউসেক এবং সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের একক ফ্যাদোমিটার *বিশ্বের একমাত্র ভাসমান বন আছে ভারতের আসামে *সিনাই পর্বত ও গোলান মালভুমি আছে যথাক্রমে মিশর এবং সিরিয়াতে *ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অঞ্চল সেভেন-সিস্টার্স আছে ভাতের উত্তর-পূর্বের ৭টি রাজ্যে *বলকান শব্দের অর্থ পার্বত্যময়, বাল্টিক শব্দের অর্থ বেল্টজাতির দেশ, স্ক্যান্ডেনেভিয়া অর্থ পাহড়ি *এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে অবস্থিত মিশর, এশিয়া-ইউরোপ জুড়ে অবস্থিত তুরস্ক ও রাশিয়া *তবে এশিয়াতে অবস্থিত হলেও আজারবাইজানকে সাংস্কৃতিক ভাবে ইউরোপিয় ধরা হয় *যৌথভাবে বিশ্বের দীর্ঘতম নদী যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি-মিসৌরি *শতাব্দীর উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হেলবপ *মহাশুন্যে প্রথম যাত্রী লাইকা নামে একটি কুকুর *প্রথম মানুষ ইউরি গ্যাগারিন *প্রথম নারী ভ্যালিন্তিনা তেরেস্কোভা *পৃথিবী গোলাকার এটি সবার আগে প্রকাশ করেন পিথাগোরাস *২১ জুন উত্তর গোর্লাধে সবচেয়ে

বড় দিন এবং সবচেয়ে ছোট রাত দক্ষিণ গোর্লাধে ঠিক তার বিপরীত *২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ গোর্লাধে সবচেয়ে বড় দিন এবং সবচেয়ে ছোট রাত উত্তর গোর্লাধে ঠিক তার বিপরিত *২১ মার্চ ও ২৩ শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সমগ্র দিবা-রাত্র সমান *০ ডিগ্রি অক্ষাংশকে বলা হয় নিরক্ষরেখা, *২৩.৩০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশকে ট্রপিক অব ক্যানসার বা কর্কটক্রান্তী এবং *২৩.৩০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশকে মকরক্রান্তী রেখা বলা হয় *৬৬. ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশকে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু রেখা বলা হয় *পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম গামী এই রেখাগুলোকে বলা হয় অক্ষরেখা বা অক্ষাংশ এবং উত্তর-দক্ষিণগামী রেখাগুলোকে বলা হয় দ্রাঘিমা রেখা এটি লন্ডনের গ্রিনিচ শহর থেকে শুরু বলে একে মূলমধ্যরেখা বলা হয় *বিশ্বের কোন অঞ্চলের অপর পৃষ্ঠের অঞ্চলকে বলা হয় প্রতিপাদ স্থান *বাংলাদেশের প্রতিপাদ স্থান চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে *প্লুটো গ্রহটি বর্তমানে হারিয়ে গেছে *জাতিসংঘের প্রাণী সংরক্ষনের তালিকায় সম্প্রতি ৩০টি প্রাণীকে সংরক্ষণ করা হয়েছে *সৌদি আরবে কোন নদী নাই। *সাগরমাতা হিমালয়ের নেপালি নাম *সাগর গাভী বলা হয় ডুগংকে *আফ্রিকার দু:খ বলা হয় সাহারা মরুভুমিকে এবং চীনের দু:খ বলা হয় হোয়াংহো নদীকে *ইয়েতি হচ্ছে তিব্বতের রহস্যময় তুষার মানব *মেরু প্রদেশে বসবাসকারী মানুষদের বলা হয় এস্কিমো, তাদের ঘরকে বলা হয় ইগলু, তাদের গাড়িকে বলা হয় স্লেজ এবং তাদের শিকারের অস্ত্রকে বলা হয় হার্পুন *চীরবসন্তের দেশ বলা হয় ইকুয়েডরকে *নিরক্ষরেখাতে সর্বদা বৃষ্টিপাত হয় এবং দিবা-রাত্র সমান *Isobar & Isotherm বলে যথাক্রমে সমচাপ ও সমতাপ অঞ্চলকে *বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের একত্রিত হওয়ার স্থানকে বলা হয় হটস্পট *১৯৭৬ সালে ইবোলা ভাইরাস প্রথম দেখা যায় কঙ্গোর কঙ্গো নদীর উপনদী ইবোলার তীরে *আরোরা বা মেরুজৌতি দেখা যায় মেরু প্রদেশে *বিশ্বের সবচেয়ে বড় সৌরশক্তি কেন্দ্র আছে চীনে *ভু-প্রকৃতি অনুসারে এশিয়াকে ৫, ইউরোপকে ৪, উত্তর আমেরিকাকে ৫, দক্ষিণ আমেরিকাকে ৩ ভাগে বিভক্ত *যে স্থানগুলোতে বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীগুলোকে একত্রিত হতে দেখা যায় তাকে হটস্পট বলে *প্রেইরি তৃণভুমি উত্তর-মধ্য আমেরিকায় *সাভানা দক্ষিণ-মধ্য আফ্রিকায় *পম্পাস তৃণভুমি আর্জেন্টিনায় *স্তেপস তৃণভুমি মধ্য এশিয়াতে দেখা যায় *বিশ্বের মোট বরফের ৯০% অ্যান্টার্কটিকাতে আছে *মধ্যএশিয়ার সবচেয়ে বড় দেশ কাজাখস্তান এবং *এশিয়াতে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় শহর ভ্লাডিভস্টক *লন্ডনের গ্রিনিচ শহর থেকে বিশ্বের সকল শহরের সময় নির্ধারণ করা হয় বলে *এই শহরের সাথে লন্ডনের সময়ের কোন পার্থক্য নেই *গ্রেট স্যান্ডি-গ্রেট ভিক্টোরিয়া-সিম্পসন-গিবসন মরুভুমি অস্ট্রেলিয়াতে *থর পাক-ভারত *গোবি চীন-মঙ্গোলিয়া *আতাকামা-আর্জেন্টিনা-চিলি *কলরাডো আমেরিকা *কালাহারি দ. আফ্রিকা *সাহারা: লিবিয়া-তিউনিসিয়া-নাইজার-উত্তর পশ্চিম সাহারা-মরক্কোতে *রাব আল খালি-রাব আল ফুয়াদ-নাফুদ সৌদি আরবে অবস্থিত *ওশেনিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় হ্রদ অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ভিক্টোরিয়া *পোল্যান্ড জার্মানির সীমানা নির্ধারণকারী নদী ওডেরনিস *লা-প্লাটা নদীর তীরে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইয়ার্স ও উরুগুয়ের রাজধানী মন্টিভিডিও অবস্থিত।

*দৈনিক অবস্থাকে আবহাওয়া এবং ৩০/৪০ বছরের গড় আবহাওয়াকে জলবায়ু বলে *সুর্য থেকে আলো আসতে সময় লাগে ৮.৩২ মিনিট বা ৮ মিনিট ১৯.৪৭ সেকেন্ড বা প্রায় ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড *ছায়াপথের নিজ অক্ষে আর্বতণকে কসমিক ইয়ার বলে *ভুপৃষ্ঠের সৌরদ্বীপ্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের সংযোগস্থলকে বলা হয় ছায়াবৃত্ত *পৃথিবীর প্রথম বাণিজ্যিক কৃত্রিম উপগ্রহ অলিবার্ড ও শতাব্দীর সবচেয়ে উজ্জ্বল ধুমকেতু হেলবপ *হ্যালির ধুমকেতু ৭৬ বছর পরপর দেখা যায় সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৮৬তে এবং ১৯৬২তে দেখা যাবে *সুর্যের নিকটতম-দ্রুততম-সবচেয়ে উত্তপ্ত-ক্ষুদ্রতম-কক্ষপথ ছোট গ্রহ বুধ *বিশ্বের সবচেয়ে নিকটতম-পৃথিবীর জমজগ্রহ-পৃথিবী থেকে শুকতারা-সন্ধাতারা হিসেবে দেখা যায়-সমুদ্রে ও মরুভুমিতে পথপ্রর্দশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় শুক্রগ্রহ *ভারতীয় চন্দ্রযান মঙ্গলে পানি পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে *গ্রহরাজ বলা হয় বৃহস্পতিকে *চন্দ্র-সুর্যের আর্কষণে পানির ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে *মূখ্য জোয়ার হয় চাঁদের দিকে এবং গৌণ জোয়ার হয় চাঁদের বিপরীত দিকে *তবে চন্দ্র-সূর্যের মিলিত আর্কষণে হয় ভরা কাঁল/তেজ কাঁল হয় অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং উভয়ের বিপরিত আর্কষণে মরাকটাল হয় অষ্টমি তিথিতে *মাসে দুইবার করে ভরা কাঁল ও মরা কাঁল এবং জোয়ারের ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট পরপর ভাটা হয় *সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের আর্কষণ প্রায় দ্বি-গুন *বায়ু প্রবাহিত হয় উচ্চ চাপবলয় থেকে নিম্ন চাপ বলয়ে *প্রবলবেগে সমুদ্র বায়ু প্রবাহিত হয় অপরাহ্নে *বাতাসে ৭৮.০২% অক্সজেন, ২০.৭১ অক্সজেন, .৮০ আর্গন, .৪১ জলীয়বাষ্প, .০৩ ভাগ কার্বনডাই অক্সাইড, .০০১ ভাগ ওজোন গ্যাস আছে *সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর স্বাভাবিক চাপ ৭৬ সে.মি. বা ১০ নিউটন *সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর স্বাভাবিক চাপ ৭৬ সেমি পারদ বা ১০ নিউটন *জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের ফলে বাতাসে কার্বন নি:সরণ হয় *ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ু পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় মৌসুমি বায়ু *ভু-পৃষ্ঠে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে একজন মানুষের ওপর প্রায় ১৫ পাউন্ড বায়ুর চাপ পড়ে *পৃথিবীতে মোট ৪টি চাপ বলয় আছে *বর্ষাকালে ভেজা কাপড় শুকাতে দেরি হওয়ার কারণ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকে *যে বায় সারা বছর উচ্চ চাপ বলয় থেকে নিম্ন চাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে তাকে অয়ন বায়ু বলে *মেঘ ও বৃষ্টি উভয়েই ৪ প্রকার বিশ্বের মোট ৫৮% সমভুমি, ১৮% পর্বত এবং ২৪% মালভুমি আছে *আগুনের দ্বীপ বলা হয় আইসল্যান্ডকে এবং আগ্নেয় মেখলা দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরে *ভু-পৃষ্ঠ থেকে ৬৫ কিলোমিটার উর্ধ্বে ওজনস্তর অবস্থিত।

নৈতিকতা-মূল্যবোধ-সু-শাসনঃ

মূল্যবোধঃ যে বোধ বা ধারণাগুলোর সমাজ মূল্য দিয়ে থাকে সেটিই মূল্যবোধ। এই ধারনা দুটি বিষয়কে কেন্দু করে: ক. ভাল কাজ করা খ. খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। মুল্যবোধ এমন একটি বিষয় যা করলে সমাজ প্রশংসা করে কিন্তু পুরস্কার বা পারিশ্রমিক প্রদান করেনা। আবার না করলে শাস্তি প্রদানও করেনা। তবে এই কাজগুলো পালন করলে সমাজ তাকে মূল্যবোধ সর্ম্পণ ভাল মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গীতে এই মূল্যবোধকে আকিদা বা সদ বিশ্বাস বলে মনে করে। এর বহু বচন আকাঈদ বা সদ্ বিশ্বাসের সমষ্টি । বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী মূল্যবোধকে বিবৃত করেছেন:পোপেন বলেছেন: "ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত বিষয়"। ওয়েবসটার বলেছেন "প্রত্যাশিত ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রশংসিত আচরণ"। মেটা স্পেন্সার বলেছেন "সদাচরণ ও ভালমন্দের মানদন্ড"। নিকোলাস রেসার বলেছেন "মানুষ যে গুনগুলোকে মূল্যবান মনে করেন"। মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ Values.*মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সু-শিক্ষা * সভ্যতা, সাংস্কৃতি, দেশপ্রেম, জনসেবা, পরোপকারের সংরক্ষণ মানুষ মূল্যবোধ তাড়িত হয়েই করে। * মূল্যবোধ হচ্ছে নৈতিকতা এবং সু-শাসনের ভিত্তি। * মূল্যবোধ মানব সত্ত্বার বিকাশ সাধন করে নৈতিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে সু-শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে। *মূল্যবোধের শিক্ষা নৈতিকতা সৃষ্টির জন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। * পেশাগত দিক থেকে মূল্যবোধ ৮ প্রকার যথা: অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক, যুক্তিযুক্ত ও আধুনিক। * সাধারণ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যবোধ ৫ প্রকার যথা:ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও দলীয়, পেশাগত ও সামষ্টিক বা সামাজিক। *উদ্দেশ্যগত ভাবে মূল্যবোধ ৪ প্রকার যথা; উপায়গত, উদ্দেশ্যগত, সুস্পস্ট ও চাপহীন। *ব্যবহারিক দিক থেকে মূল্যবোধ ২ প্রকার যথা: ইতিবাচক ও নেতিবাচক। *মূল্যবোধ শিক্ষার উদ্দেশ্য নৈতিকতা জাগ্রত করা। * মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানগুলো হচ্ছে: সততা, ন্যায়পরায়নতা, একতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সুশিক্ষা, সামাজিকতা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ, জনকল্যানের প্রচেষ্ঠা, নীতি ও ঔচিত্যবোধ। *সুশাসনে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাব হচ্ছে: রাজনীতিবীদদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতাবোধ সৃষ্টি করা, দূর্নীতি থেকে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের নিরুৎসাহিত করা, নাগরিকদের দেশপ্রেম জাগ্রত করা, সুনাগরিক সৃষ্টিতে মানবীয় গুনাবলির সৃষ্টি করা, ইভ টিজিং-এসিড নিক্ষেপ-পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ-নির্যাতন-আইন বিরোধী কাজে নিরুৎসাহিত করা। মূল্যবোধ শিক্ষার সর্বপ্রথম ধাপ পরিবার ও দ্বিতীয় ধাপ সমাজ।

নৈতিকতাঃ *মূল্যবোধের পালনই নৈতিকতা। অর্থাৎ ইতিবাচক মূল্যবোধের পালন এবং নেতিবাচক মূল্যবোধ বর্জনই নৈতিকতা। * জোনাথন হাইটের মতে, ধর্ম-ঐতিহ্য-মানব আচরণ এই তিনটি বিষয় থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব। ইংরেজি শব্দ Ethics গ্রিক শব্দ Ethica থেকে নৈতিকতা শব্দের উদ্ভব। আরবী শব্দ খুলকুন অর্থ নৈতিকতা এবং এর বহুবচন হচ্ছে আখলাক বা নৈতিক আচরনের সমষ্ঠি।

সুশাসনঃ যে শাসন ব্যবস্থায় মূল্যবোধের লালন এবং নৈতিকতার পালন করা হয় তাকে সুশাসন বলে। * ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক সর্ব প্রথম ৬টি সুচক ব্যবহার করে সু-শাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, সরকারি কাজে দক্ষতা, দূর্নীতি দমন, আমলাতন্ত্রের দক্ষতা) । * ইউএনডিপির মতে, সুশাসন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে জনগণ তার অধিকার ভোগ ও চাহিদা পুরণ করতে পারে। *প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে সু-শাসনের ৪টি উপাদানের কথা বলেছেন। মিডলবার্গ বলেন 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক'। * আমলাতন্তের বা আমলাদের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে প্রশাসনিক দক্ষতা। আমলাতন্ত্রের দক্ষতার দিক থেকে এশিয়াতে সবচেয়ে এগিয়ে সিঙ্গাপুর। * ৬টি নীতির ওপর ভিত্তি করে দক্ষ ও কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে ওঠে (কর্মের স্বাধীনতা, উন্মুক্ততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা)

- ই-গর্ভনেন্স সূচকে শীর্ষ দেশ দক্ষিণ কোরিয়া এবং সর্বনিম্ন সোমালিয়া। বিশ্বের প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র সুইডেন।
- ২০১৪ সালে বাল্য বিবাহ সূচকে শীর্ষ দেশ নাইজার এবং দ্বিতীয় দেশ বাংলাদেশ। ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট পেত্রো পেরেস্কো।
- গুজরাট রাজ্যের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী আনন্দিবেন প্যাটেল। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় জেলে যেতে বাধ্য হয় তামিলনাড়ুর জয়ললিতা। ভারতের বর্তমান মহিলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। জাতিসংঘ ২০১৪-২৩ সালকে টেকসই জ্বালানি দশক হিসেবে ঘোষণা করেন।
- ২০১৪ সালে বিংশব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে নারী প্রতিনিধিত্বে শীর্ষ দেশ রুয়ান্ড। সৌরবিদ্যুতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ চীন।
- বিশ্বের ১৭টি দেশে সমলিঙ্গ বিয়ে স্বীকৃত হয়। স্বেচ্ছামৃত্যুতে অনুমোদন পাওয়া বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র বেলজিয়াম। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ অনুসারে বিশ্বের স্বাস্থ্যসেবাতে শীর্ষ রাষ্ট্র ফ্রান্স। পারমাণবিক অস্ত্র নিরাপত্তা সূচকে শীর্ষ দেশ অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বের প্রথম গাঁজাকে বৈধতা প্রদানকারী দেশ উরুগুয়ে।
- ২০১৪ সালে ভারতে তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মভুষণ লাভ করেন বাংলাদেশের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

- নাস্তিকতার জন্য মৃত্যদন্ড প্রদান করা হয় বিশ্বের ১৩টি দেশে। ১লা মে ১৭০৭ এ স্কটল্যান্ডকে রানী এ্যানির সময় ইংল্যান্ডের সাথে একত্রিত করা হয় *এর রাজধানীর নাম এডিনবার্গ *অ্যালেক্সি স্যালামন্ডের নেতৃত্বে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৪তে অনুষ্ঠিত গণভোটে প্রায় ৫৫.৩০% না ভোটে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ হয়।

● আন্তর্জাতিক বিশ্বে ২০১৪তে ক্ষমতার পরিবর্তণ:

- *১৮তম দেশ হিসেবে লাটভিয়া এবং ১৯তম দেশ হিসেবে লিথুনিয়া ইউরো চালু করেন *১৩ই জানুয়ারি বৈরুতের কসাই হিসেবে খ্যাত ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের অন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় *ভারতকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করা হয় * ২৯তম রাজ্য হিসেবে ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্য হায়দারাবাদকে রাজধানী করে আত্মপ্রকাশ করেন *বাংলাদেশের সাথে রোহিঙ্গাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় *১৩ই জুলাই ১৪তে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে পরাজিত করে জার্মানির বিশ্বকাপ শিরোপা লাভ *স্বাধীনতার প্রশ্নে স্কটল্যান্ডের অস্বীকার *ইসরাইলী মন্ত্রীসভায় বির্তকিত ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল বিল পাশ *২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ইতালির সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মারিও রেনজির শপথ গ্রহণ *২৩শে মে থাই সেনাপ্রধান পাইয়ুথ শান-ওসা থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন *৮ই জুন মিশরের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আব্দেল ফাত্তাহ আল সিসি দায়িত্ব গ্রহণ করেন *১৮ই জুন ১৪, ৪০ বছর দায়িত্ব পালন করার পর ফেলিপ দে বর্বনের নিকট সিংহাসন ছাড়েন স্পেনের রাজা হুয়ান কার্লোস *১৬ই জুলাই ১৪, তৃতীয় মেয়াদে ৭ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ *২৯শে আগস্ট ১৪, তুরস্কের ২৬তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ড. আহেম্মেদ দাভুতোগলু *৮ই সেপ্টেম্বর ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হায়দার আল আবাদী শপথ নেন *২৯শে সেপ্টেম্বর ১৪, আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আশরাফ ঘানি এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ শপথ নেন *১৯ শে অক্টোবর ১৪ টানা তিনবারের মত বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন বামপন্থী নেতা ইভো মোরালেস *তিউনিসিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন বেজি সাইদ এবেসেসি *ভেনিজুয়েলার নির্বাচিত সরকার নিকোলা মাদুরা। *কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উহুরু কেনিয়াত্তা *ফ্রান্সের ফ্রান্সোয়া ওলাদ *লিবিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট আগুইলা সালেহ ঈসা *ইন্দোনেশিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট জেকো উইদাদো *ইরাকের নতুন প্রেসিডেন্ট ফুয়াদ মাসুম ও প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদি *থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রাইউথ শান-ওশা *তুর্কি প্রেসিডেন্ট রেসেপ তায়েফ এরদোগান *ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট রিউভেন রুভি রিভলিন।

বি: দ্র: ছাত্র-ছাত্রীরা যত পারবেন নিজেরা ফটোকপি করে কনফিডেন্সের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রদের ফটোকপি করতে বলবেন। ইনশাল্লাহ এই ৮ পাতার এতটুকু একটা সিট থেকে সর্বোচ্চ কমন পড়বে। এখানে বিগত সালের প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তর তৈরি করা আছে এবং এই বছর ৩৫/৩৬ শে নতুন সিলেবাসে আসার মত সাজেশান তৈরি করা আছে।

কেউ যদি শুধু মাত্র অসৎ উদ্দেশ্যে কোন তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে, তবে তাকে সামনে রেখেই আমাকে কল দিয়ে তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নিবেন। ছদ্ম বেশি ভদ্র চোরদের উদ্দেশ্যে বলছি; সিটটির স্বত্ত্ব আমি সংরক্ষণ করেছি। তাই কেউ যদি কোন অংশ এখান থেকে নিয়ে কোন বই বা সিটে সংযোজন করেন তবে তার জন্য ব্রেকিং নিউজ তৈরি হবে।

মো. মহানুর ইসলাম

শিক্ষক, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী, বিসিএস কনফিডেন্স।

*** প্রধানত যাদের জন্য সিটটি তৈরি, আমর বন্ধু: নায়েব, শরীফ, রুহুল আমিন, খালেদ, সানোয়ার, সিহাব হাওলাদার, ছোট ফারুকসহ সকল কনফিডেন্সের সকল ছাত্র-ছাত্রী।

যাদের প্রতি কৃতজ্ঞ: ফারুক আহম্মেদ স্যার, বেলাল আহম্মেদ রাজু স্যার, তসলিমা ম্যাডাম।

*******যার স্বগীর্য় নির্দেশনায় প্রতিটি কাজ করি: আমার শিক্ষাগুরু লায়ন মো. গিয়াস উদ্দিন স্যার। আমি যদি এই সিট দিয়ে আপনাদের একটু উপকার করতে পারি, তবে এর বিনিময়ে আমার শিক্ষাগুরু লায়ন মো. গিয়াস উদ্দীন স্যারের আত্মার শান্তি ও তার পরিবারের জন্য দোআ করবেন। (ফি-আমানিল্লাহ)

BCS , Bank

PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী

MyMahbub.Com